গয়না যখন কথা বলে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-274 ■ 14 July, 2025 ■ আগরতলা ১৪ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২৮ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

Sister Spices
নিশ্চিন্তের প্রতীক
রন্ধনেই বন্ধন
সিস্টার

৯৭.৫০ কোটি ব্যয়ে ৫১ শক্তিপীঠ পার্ক

আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠবে বনদুয়ারে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। আজকের দিনটি ত্রিপুরাবাসীর জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উদয়পুরের মাতাবাড়ির বনদুয়ারে গড়ে উঠবে বিশ্ববিখ্যাত আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র ৫১ শক্তিপীঠ পার্ক। দেশ বিদেশের ভক্তপ্রাণ মানুষ এই পার্কের আকর্ষণে এখানে ভ্রমণ করতে আসবেন। আজ বনদুয়ারে ৫১ শক্তিপীঠ পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এ উপলক্ষ্যে ভূমি পূজনেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পৌরাণিক মতে দক্ষ কন্যা ও শিব জায়া মা সতীর খন্ডিত দেহাবশেষ পড়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ৫১টি স্থানে। এই স্থানগুলিতে গড়ে উঠেছে ৫১টি পবিত্র শক্তিপীঠ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টায় বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম মা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদ ধন্য মাতাবাড়ির বনদুয়ারে গড়ে উঠতে যাচ্ছে ৫১ শক্তিপীঠ পার্ক। উল্লেখ্য, এই পার্কে থাকবে ৫১টি শক্তিপীঠের প্রতিরূপ। পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে নির্মাণ করা হবে এই ৫১ শক্তিপীঠ পার্ক। এজন্য ব্যয় হবে প্রায় ৯৭.৭০ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় বনদুয়ারে ৫১ শক্তিপীঠ পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হবে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান। একজন মানুষের পক্ষে পুরো জীবনে সতীর ৫১টি শক্তিপীঠ দর্শন করা সম্ভব নয়। কিন্তু উদয়পুর বনদুয়ারে আসলে তা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এই শিল্পের প্রসার ও বিকাশে রাজ্যের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে গতি আসবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেকারদের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলনে

ভগবান হনুমানকে 'সন্ডামার্কা' বলে কটুক্তি সিটুর সম্পাদক শংকর দত্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটরিয়ামে ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রয়োদশ কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে দেশের ও রাজ্যের পরিবহন শিল্পের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি এবং পরিবহন শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একই সাথে, সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্তের একটি মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে তাঁর বক্তব্যে জানান, দেশ ও রাজ্যের পরিবহন শিল্প বর্তমানে নানা সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পরিবহন শ্রমিকদের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যার ফলে তাদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি সরাসরি রাজ্য সরকার এবং শাসক দল পরিচালিত সংগঠনগুলির নেতাদের দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, তাদের নীতির কারণেই শ্রমিকরা এই দুর্দশার শিকার হচ্ছেন।

ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত ভগবান

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মানিক সরকারের সভা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা

বিলোনীয়ায়

__নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ জুলাই।।__ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সভা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিলোনিয়ায়। বাদল শীলের শহীদান দিবস উপলক্ষে আজ বিলোনিয়ায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতেই বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সভা চলাকালীন সভাস্থলের বাইরে মানিক সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলতে থাকেন বিজেপির সমর্থকগণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। যদিও এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

উল্লেখ্য, বিলোনিয়া চোত্তাখলায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে খুন হয়েছিলেন বাম প্রার্থী বাদল শীল। আজ তাঁর প্রথম শহীদান দিবস পালন করা হয়েছে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার জানিয়েছেন, চোখের জলকে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের বারুদে জ্বালিয়ে তুলতে হবে। রাজ্যে গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। শহীদ বাদল শীলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের ২৩তম রাজ্য সম্মেলনে

বিজেপির শাসনকালে দেশব্যাপী অঘোষিত ইমারজেন্সি চলছে ঃ নারায়ণা

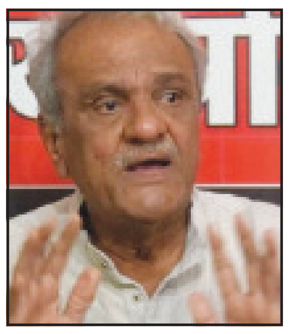

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। বিজেপির শাসনকালে দেশব্যাপী অঘোষিত ইমারজেন্সি চলছে। সাধারণ মানুষের গণতন্ত্র হরণ হচ্ছে। আজ সিপিআই রাজ্য সম্মেলন থেকে এমনটাই বললেন সিপিআই জাতীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কে নারায়ণা।

সিপিআই ২৩তম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলনের সূচনা হল আজ। আগরতলা কৃষ্ণনগর ঠাকুরপল্লী রোডস্থিত সিপিআই রাজ্য দপ্তর জুনু দাস ভবনে শুরু হচ্ছে সিপিআই ২৩তম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন। এদিন। দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়েছে সিপিআই ২৩তম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলনের। সম্মেলন চলবে আগামী ১৪ জুলাই অর্থাৎ আগামীকাল পর্যন্ত।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই জাতীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কে.নারায়না এবং পল্লব সেনগুপ্ত। ঐদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গাঁজাসহ দুই মহিলা পাচারকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। *শনিবার গভীর রাতে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ দুই মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী। ধৃতরা গাঁজাগুলোকে চেন্নাইয়ে পাচার করার চেষ্টা করছিল বলে জানা গেছে।*

জিআরপি আধিকারিকরা জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার মধ্যরাতে আগরতলা রেল স্টেশনে অভিযান চালায় জিআরপি ও আরপিএফ-এর একটি যৌথ দল।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে পড়ুয়া রাজ্যের ছাত্রী স্নেহার মৃতদেহ উদ্ধার যমুনা নদীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি/ আগরতলা, ১৩ জুলাই।। অবশেষে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বছর বয়সী ছাত্রী স্নেহা দেবনাথ নিখোঁজ হওয়ার এক সপ্তাহ পর আজ তার মরদেহ পাওয়া গেল যমুনা নদীতে, গীতা কলোনি ফ্লাইওভারের নিচে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় স্নেহার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর

শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত এবং দিল্লির ত্রিপুরা ভবনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, স্নেহার নিখোঁজ এর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুই রাজ্যেই তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। অবশেষে তার মৃতদেহ উদ্ধারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সর্বত্র।

স্নেহা মূলত ত্রিপুরার সাব্রুম এলাকার বাসিন্দা ছিল, দিল্লির আত্মা রাম সনাতন ধর্ম কলেজে পড়াশোনা করতো সে। উচ্চশিক্ষার জন্যই দিল্লিতে গিয়েছিল সে। তার হোস্টেল রুম থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। সেটি তার নিজের হাতেই লেখা বলে দাবি করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা। নোটে লেখা ছিল, "আমি সিগনেচার ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিতে যাচ্ছি। আমি নিজেকে ব্যর্থ ও বোঝা মনে করছি। এভাবে বাঁচা আর সম্ভব হচ্ছে না। এখানে কোনও ষড়যন্ত্র নেই, এটা আমার নিজের সিদ্ধান্ত।" তার হাতে লেখা এই চিঠিটি বর্তমানে পুলিশের হাতে রয়েছে।

উল্লেখ্য, ৭ জুলাই সকালে স্নেহা তাঁর মাকে জানায়, সে তার এক বন্ধুকে সারাই রোহিলা রেলওয়ে স্টেশনে সকাল ৬:৪৫-এর ট্রেন ধরাতে যাচ্ছে। সকাল ৫:৫৬ মিনিটে তারা শেষবারের মতো কথা বলেন। সকাল ৮:৪৫-এ পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ফোন করা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন প্রদ্যোৎ

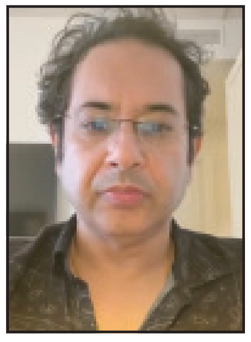

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে এবার ভারতের নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। বিহারে ইতিমধ্যেই একটি সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। সেই সার্ভেতে দেখা গেছে বিহারে প্রচুর বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং নেপালের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী জনগণ রয়েছেন। যারা অবৈধভাবে বিহারে প্রবেশ করে বর্তমানে সেখানের জাল পরিচয় পত্র নিয়ে বসবাস করছেন। এমনকি তারা তাদের ভোটাধিকারও প্রয়োগ করছেন। একই কায়দায় ত্রিপুরাতেও সার্ভে করা হলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের চিহ্নিত করা সম্ভব। এদিন সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, খুব তাড়াতাড়ি তিপ্রা মথার সকল এমডিসি, বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের সমর্থন নিয়ে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন তিনি। বিহারের মতো উত্তর পূর্বাঞ্চলেও বিশেষ করে ত্রিপুরাতে অভিযান চালানোর আবেদন জানাবেন। যার মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে সেই দেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, এই সার্ভের কাজে তিপ্রাসা অফিসারদের রাখতে হবে। তাঁর কথায়, রাজ্যে জনজাতিদের অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে। যার জন্য জনজাতি অংশের জনগণই এই কাজটি সঠিকভাবে করতে পারবেন। তাই এই সার্ভের কাজে যেন জনজাতি অংশের অফিসারদের রাখা হয় তার দাবি জানাবেন তিনি।

তিনটি গাড়ি ও একটি বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জুলাই।। তিনটি গাড়ি ও একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত একাধিক। ঘটনা রবিবার সন্ধ্যা রাতে সেকেরকোট দারোগাবাড়ি এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে আসে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মী সহ স্থানীয় জনগণ।

জানাযায় রবিবার সন্ধ্যারাতে প্রবল বৃষ্টিতে সেকেরকোট দারোগাবাড়ি আগরতলা বিশালগড় সড়কে টিআর ০১- বিএফ০৬৮২ নাম্বারের মারুতি ওয়াগনার, টিআর০১ -এ - এইচ ০৫৪৩ নাম্বারে মারুতি সুজুকি এবং টিআর ০৬ সি ০২৫১ নাম্বারে মারুতি ইকো

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চার মাসের শিশু সহ নদীতে ঝাঁপ মায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ জুলাই।। পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী নির্যাতনের শিকার হয়ে এক চার মাস বয়সী শিশুসহ মায়ের বিজয় নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টার ঘটনায় রবিবার বিকেলে বিশালগড় বাজার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় পথচারীদের তৎপরতায় মা ও শিশু প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।

জানা গেছে, বক্সনগরের আশাবাড়ি এলাকার গৃহবধূ তানজিনা আক্তার (স্বামী সবুজ মিয়া)

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিস্টার Sister Spices
নিশ্চিন্তের প্রতীক
অতুলনীয় গুণমানে
১
সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
www.sisterspices.in

জাগরণ আগরতলা,১৪ জুলাই, ২০২৫ ইং
২৯ আষাঢ়,সোমবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অপ্রতিরোধ্য ‘ব্রহ্মসে’ আস্তা বাড়ছে

অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন শত্রু পাকিস্তানকে রীতিমতো কাঁদাইয়ায়ে ছাড়িয়াছিল ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মস। ধুলিস্যাৎ করিয়া দেওয়া হয় পাকিস্তানের একের পর এক বায়ুসেনা ঘাঁটি। বিশ্বের সমীহ কুড়িয়ে নেওয়া সেই মারণাস্ত্র এবার দেশের রাজকোষ ভরাইতে চলিয়াছে। আত্মনির্ভর ভারতের জয়গান গেয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানাইলেন, স্বদেশী প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে বিশ্বের ১৪-১৫টি দেশ।রবিবার উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সেখানেই এক বক্তব্য রাখিতে গিয়া ভারতের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের প্রশংসা করিয়া বলেন, “কিছুদিন আগে আমি লখনউয়ে ব্রহ্মস এয়ারস্পেস ইন্টিগ্রেশন ও পরীক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করিয়াছি। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে আমাদের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে পাকিস্তানে ধ্বংসযজ্ঞ চালাইয়াছে। ব্রহ্মসের তাণ্ডবলীলায় মুগ্ধ গোটা বিশ্ব। এই মিসাইলের মারণ ক্ষমতা দেখিবার পর ১৪-১৫টি দেশ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছে এবং এই ক্ষেপণাস্ত্রের কেনার আর্জি জানাইয়াছে।” প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, “ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র এখন লখনউ থেকে রপ্তানি করা হইবে। এই পদক্ষেপ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশকে আত্মনির্ভর করিবার পাশাপাশি কর্মসংস্থানও তৈরি করিবে। আমাদের লক্ষ্য এখানে আরও শিল্প আনা যাহাতে লখনউয়ের পাশাপাশি রাজ্যের উন্নতি হয়।উল্লেখ্য, ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে তৈরি হইয়াছে মারণ ক্ষেপণাস্ত্র ‘ব্রহ্মস’। এই নামকরণের নেপথ্যে রহিয়ায়েছে দুই দেশের দুই নদী বিখ্যাত নদী ব্রহ্মপুত্র ও মস্কোভা। ভারতের ব্যবহৃত ব্রহ্মস সামরিক ট্রাক, যুদ্ধবিমান, ডুবোজাহাজ থেকে উৎক্ষেপণ করা যায়। পাশাপাশি পরমাণু অস্ত্র বহনেও সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র। ব্রহ্মসের গতি শব্দের চেয়ে তিনগুণ। তবে স্থলভূমি ও যুদ্ধজাহাজ থেকে যে ব্রহ্মস উৎক্ষেপণ করা হয় তার পাল্লা ২৯০ থেকে ৪০০ কিমি। ডুবোজাহাজে যে ব্রহ্মস ব্যবহার হয় তার তুলনায় এই পাল্লা কিছুটা কম। দেশের প্রতিরক্ষাকে মাথায় রাখিয়া এই ব্রহ্মসকে আরও উন্নত করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে কেন্দ্র। সেই লক্ষ্যে ৫ দফা পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মসের পাল্লা ও গতি দুটোই বাড়ানো হইতেছে।তবে শুধু ব্রহ্মস নয়, অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের আরও একাধিক মারণাস্ত্র ও প্রযুক্তি মন কাড়িয়া নিয়াছে বিশ্বের বহু দেশের। কেন্দ্রের তরফে জানানো হইয়াছে, ভারতের কমিউনিকেশন সিস্টেম, অফশোর টহল জাহাজ, স্করপিন সাবমেরিন, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ও গরুড় বন্দুকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে ব্রাজিল। বলিবার অপেক্ষা রাখে না, এই পদক্ষেপে বিরাট সাফল্য পাইবে কেন্দ্রের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্প।

ভারতের মাছ উৎপাদনে চতুর্থ স্থানে অসম: পীযূষ হাজরিকা

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই: অসম এখন ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ মাছ উৎপাদনকারী রাজ্যে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা ঘোষণা করেছেন অসমের মৎস্য দফতরের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পীযূষ হাজরিকা।

মন্ত্রী জানান, গত পাঁচ বছরে (২০১৯-২০২৪) অসমে মাছ উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ৪.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন, যা রাজ্যের জলচাষ শিল্পের ধারাবাহিক অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করে।

হাজরিকা বলেন, “এটি অসমের এবং আমাদের পরিশ্রমী মৎস্যচাষিদের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। মাছ চাষ একটি লাভজনক উদ্যোগযা কর্মসংস্থান ও আর্থিক বিকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম।”

নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, তার পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, “আমরা জানি এই পেশার গুরুত্ব কতখানি। অসমের জলসম্পদ, অনুকূল আবহাওয়া এবং উর্বর ভূমি জলচাষের জন্য আদর্শ।”

তিনি রাজ্যের যুব সমাজকে মাছ চাষে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আমি আমাদের যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাইমাছচাষকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন। এটি একটি নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস এবং স্বনির্ভরতার পথ।”

মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, রাজ্য সরকার মৎস্য খাতকে আরও শক্তিশালী করতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, এবং বাজারে প্রবেশাধিকারে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

মুসলিম বিশ্বের উৎসব

শাহরিয়ার হিরাজ

উৎসব শুধু আনন্দের বিষয় নয়, বরং সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মধ্যপ্রাচ্য ও আশেপাশের অঞ্চলে অনেক উৎসব আছে যেগুলো শত শত বছর ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসবগুলোর ধারাবাহিকতা এবং রূপান্তর প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের আলোচনায়। কিছু উৎসব প্রাক-ইসলাম যুগে শুরু হয়েছিল, আবার কিছু এসেছে ইসলামের প্রভাবে। এই প্রবন্ধে মুসলিম বিশ্বের ৭টি দেশের প্রধান উৎসবগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সৌদি আরব : উকাজের মেলা- প্রাক-ইসলামি যুগে মক্কার অদূরে নাখলা ও তায়েফের মধ্যবর্তী উকাজ নামক স্থানে বাৎসরিক একটি ‘বাজার’ বা ‘শুক’ বসতো। এ বাজারে আরবের আনাচে-কানাচে থেকে বিভিন্ন গোত্রের মানুষজন এসে কবিতা পাঠ ও প্রতিযোগিতা, নানাবিধ বিরোধ নিষ্পত্তি, আইন প্রণয়ন, রায় প্রদান, চুক্তি ও সন্ধি ঘোষণার মতো প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আনন্দের সাথে করতো। ঐতিহাসিকভাবেই আরবরা যুদ্ধবাজ জাতি। প্রাচীনকালে তাই এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের প্রায় সারাবছরই হানাহানিতে ব্যস্ত থাকতো। তবে বছরের উকাজের মেলা চলাকালীন সময়ে তারা যুদ্ধে বিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য বসতো। আরবি পঞ্জিকা অনুযায়ী ১১তম মাস জিলক্বদ মাসে ২১ দিন ব্যাপী এ মেলা চলতো। তবে এই মেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ‘কবিতা পাঠের আসর’। আরবি বেদুইনদের নিয়ে যেমনটা প্রচলিত আছে ‘কাব্য প্রীতিই হচ্ছে বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ’।

প্রাক-ইসলামি যুগে উকাজের মেলাকে কেন্দ্র করে আরবি-কাব্য সাহিত্যের বিকাশ লাভ করেছে। উকাজের মেলায় কবিতা প্রতিযোগিতার প্রথম ৭টি কবিতাকে মিশরের লিলেন কাপড়ের উপর লিখে কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। এই ৭টি কবিতাকে একত্রে বলা হতো “সাব আল মুয়াল্লাকা”। তবে ইসলামের আবির্ভাবের পরে খারিজিরা এই মেলা বন্ধ করে দেয়। ২০০৬ সালে সৌদি সরকার, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং পরে সৌদি পর্যটন ও জাতীয় ঐতিহ্য কমিশন (SCTH) উকাজের মেলাকে বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে ঘোষণা করে। বর্তমানে উকাজ উৎসবে প্রাচীন উকাজ মেলার মতো করে শুক বা বাজার বসিয়ে আরবীয় নানান সাংস্কৃতিক পণ্য বিক্রয় করা হয়। কবিতা পাঠের আসরও বসানো হয়। মেলায় “উকাজ কবি পুরস্কার” এবং ”উকাজ তরুণ কবি পুরস্কার” প্রদান করা হয়।

তুরস্ক : হিদিরেলেজ- প্রাক-ইসলামি এবং ইসলাম পরবর্তী যুগের জনপ্রিয় চরিত্র হলো হজরত খিজির আঃ (আল-খিদর)। লোকবিশ্বাস, মৌখিক সাহিত্য এবং আল-কোরানের মতে তিনি নবী, অলি অথবা দিব্য-পুরুষ হিসেবে সমাদৃত। আরেক জনপ্রিয় চরিত্র হজরত ইলিয়াস আঃ। পৃথিবীতে প্রথম যেদিন এই দুই মহান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়, সেদিনকে স্মরণ করে তুরস্ক, বলকান অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার কিছু অংশে মহাসমারোহে দিনটি উদ্যাপন করা হয়। প্রধানত তুরস্কে দিনটি বিশেষ মর্যাদায় পালন করা হয়। তুর্কি ভাষায় খিজির আঃ বা হিদির এবং ইলিয়াস আঃ বা এলিজা বলে ডাকা হয়। এই দুই মহান ব্যক্তির নামকে একত্রিত করে এই উৎসবের নামকরণ করা হয়েছে হিদিরেলেজ।

লৌকিক বিভিন্ন গল্পকাহিনীতে সচরাচর এই দুই পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। লোকবিশ্বাস মতে, হজরত খিজির আঃ পানি, জীবন এবং বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে হজরত ইলিয়াস আঃ মাটি, উদ্ভিদ এবং উর্বরতার সাথে সম্পর্কিত। তাই দুজনের সাক্ষাতের দিনকে বসন্তের আগমন, পুনর্জীবন, উর্বরতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে ভাবা হয়। প্রতি বছর ৫ মে রাত ও ৬ মে দিনে উৎসবটি উদযাপিত হয়। উৎসবটি প্রাক-ইসলামিক, ইসলামিক, শামানিক, আনাতোলিয়ান ও মধ্য-এশীয় নানাবিধ সাংস্কৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ থাকে। হিদিরেলেজ পারস্য নববর্ষ “নওরুজ” এবং বেলটেন (সেল্টিক মে দিবস) এরসঙ্গে তুলনীয়। তুরস্কে ৬ মে হিদিরেলেজ পালন করা হয়। এ দিনে বাড়ি-ঘর ধুয়েমুছে পাক-পবিত্র রাখা হয়। সকলে নতুন জামাকাপড় পরে। মানুষজন বিশ্বাস করে, ঘর পরিষ্কার না থাকলে খিজির আঃ আসবেন না। এছাড়াও এই দিনে ভেড়ার মাংস ও কলিজা খাওয়ার চল আছে। বিশ্বাস করা হয়, হিদিরের দিন ভেড়ার কলিজা খেলে সকল রোগবালাইয়ের অবসান হয়।

এই দিনে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। বিশেষত নদী বা লেকের ধারে বা গাছপালার পাশে উন্মুক্ত স্থানে আগুন জ্বালিয়ে জলসার আয়োজন করা হয়। আগুনের উপর লাফ দিয়ে অতিক্রম করার সময় ব্যক্তি নিজ মনে যে প্রার্থনা করবেন, তা পূরণ হবে বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। এছাড়াও এদিনে দান, উপবাস ও পশু কোরবানি দেওয়ার ঐতিহ্য রয়েছে।

ইরান : শব-ই-ইয়ালদা- উর গোলার্ধের দীর্ঘতম রাত অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বরকে ঘিরে ইরানে প্রায় ৫০০০ বছর ধরে চলমান উৎসব হলো শব-ই-ইয়ালদা। ইয়ালদা শব্দটি এসেছে প্রাচীন সুরিয়ানী ভাষা হতে, যার অর্থ হলো ‘জন্ম’ বা ‘সূচনা’। প্রাচীন পারসিক ধর্ম বা জরথুস্ত্রীয় বিশ্বাস মতে, দীর্ঘতম রাতে অশুভশক্তি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অশুভশক্তির দমন ও পরবর্তী দিবসের সূর্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষায় ইরানিরা তাই সারারাত জেগে থাকতো। এভাবেই এ উৎসবের শুরু। জরথুস্ত্রীয় বিশ্বাসীদের হাত ধরে উৎসবটির সূচনা হলেও, পরবর্তীতে ইসলামিক আমলেও উৎসবের আবেদনে কখনো ভাটা পড়েনি। ইয়ালদা রাতে ইরানিরা তাই একত্রিত হয়ে পরিবার নিয়ে রাতের খাবার খায়, গল্প করে, শাহনামা বা হাফিজের কবিতা পাঠ করে কাটায়। তরমুজ ও ডালিম শব-ই-ইয়ালদার দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফল। লৌকিক বিশ্বাস মতে, ডালিম হল উর্বরতার প্রতীকএর গাঢ় লাল বর্ণ সূর্য ও আনন্দকে প্রতিফলিত করে। গ্রীষ্মকালীন ফল তরমুজ ইয়ালদার রাতে সকলকে গ্রীষ্মের উষ্ণতা ও তাপকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মিশর : শাম এল-নেসিম- প্রতিবছর ইস্টার সানডের পরদিন মিশরীয়রা ‘শাম এল-নেসিম’ পালন করেন। আরবি ভাষার এর আভিধানিক অর্থ হলো ‘বাতাসের ঘ্রাণ’। মিশরীয়রা মূলত বসন্তের আগমনি বাতাসকে বোঝাতে “শাম এল-নেসিম” শব্দটি ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৫০-২৫৭৫ সালের মধ্যে তৃতীয় রাজবংশের শাসনামল হতে এ উৎসব পালিত হয়ে আসছে। তখন ‘শেমু’ নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা শেমু-এর দিন দেবতাদের উদ্দেশ্যে শুঁটকি মাছ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য উৎসর্গ করতো। পরবর্তীকালে মিশরে ইসলামের বিস্তার ঘটলেও এই উৎসবের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে মিশরীয়রা এ দিনটি পরিবারের সাথে কাটাতে পছন্দ করে। পরিবার নিয়ে নীল নদে ভ্রমণ, পিকনিকের আয়োজন, সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ, চিড়িয়াখানা বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে কাটায়। ইস্টার সানডে উৎসবের মতো শাম এল-নেসিম উৎসব পালনেও ডিম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে মিশরীয়রা এদিন নানান খাবার রান্না করেসেদ্ধ ডিম দিয়ে সাজিয়ে তা পরিবেশন করে। এছাড়াও ডিমের গায়ে রং করে বা শুভেচ্ছা বাণী লিখে ঘরের বাহিরে ঝুলিয়ে রাখার রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। তবে শাম এল-নেসিমের প্রধান আকর্ষণ হলো ‘ফেসিখ’মিশরীদের জনপ্রিয় একধরণের শুঁটকি মাছ। যদিও ভালো মতো রান্না করতে না পারলে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থাকে।

ফিলিস্তিন : নবী মুসা উৎসব- প্রতিবছর ইস্টারের এক সপ্তাহ পূর্বে জেরুজালেমের অদূরে অবস্থিত ‘জেরিকো’ নামক স্থানে নবী মুসার সমাধিক্ষেত্রকে কেন্দ্র “নবী মুসা উৎসব” পালিত হয়। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবকে ‘নবী মুসার মৌসুম’ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কথিত আছে, ১১৮৭ সালে সালাউদ্দিন আইয়ুবীর জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের পরে তিনি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে জেরুজালেমের অদূরে নবী মুসার সমাধিক্ষেত্রটি তৈরি করেন। মূলত তখন থেকেই উৎসবটির সূচনা হয়। ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব হলেও এর তারিখ গ্রিক অর্থোডক্স ক্যালেন্ডারের সাথে সম্পর্কিত। গুড ফ্রাইডের এক সপ্তাহ পূর্বের শুক্রবারে এ উৎসবের মূল আয়োজন শুরু হয়। উৎসবে তীর্থযাত্রীরা এক সপ্তাহ পূর্বে থেকেই জেরুজালেমে জড়ো হতে শুরু করে, ধর্মীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। মূল অনুষ্ঠান সপ্তাহব্যাপী চলেবৃহস্পতিবারে সবাই জেরুজালেমে ফিরে আসে, পরের দিন শুক্রবারে তীর্থযাত্রীরা মিছিল নিয়ে আল-আকসা ও ডোম অফ দ্য রক-এ যায়। শনিবারে সবাই পতাকা ও গান গেয়ে জেরুজালেম ত্যাগ করে। মূলত সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে যিকির, ধর্মীয় সঙ্গীত, প্রার্থনার মাধ্যমে তীর্থযাত্রীরা দিন অতিবাহিত করে।

ইরাক : ইদ আল-গাদির- শিয়াদের মাঝে ইদ আল-গাদির বেশ জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ইমাম আলী ইবনে আবু তালিবকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর জিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ ইদ আল-গাদির পালন করা হয়। পুরো বিশ্বের শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে দিনটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়। বিশেষ করে নাজাফ, কারবালা ও কাজিমিয়ার মতো ঐতিহাসিক স্থানগুলো ইরাকে অবস্থিত হওয়ায় এদিনটি ইরাকিরা বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করে। সেদিন পুরো নাজাফ শহর সুসজ্জিত করে রাখা হয়। ইরাক, পাকিস্তান, ইরান, লেবানন থেকে তীর্থযাত্রীরা ইমাম আলীর মাজার জিয়ারত করার জন্য নাজাফে আসে। স্লোগান আর মিছিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন জমায়েত হয় মাজার প্রাঙ্গণে এবং দোয়া আল-নুদবা জিকির করে নিজের আনুগত্য প্রকাশ করে ইমাম আলীর প্রতি। শিয়া মুসলিমদের কাছে ইদ আল-গাদির হলো ইদ আল-আকবর বা শ্রেষ্ঠ ইদ। এদিন বাচ্চারা নতুন জামা পরিধান করে, বাড়িতে বিশেষ খাবার রান্না করা হয়। নাজাফের আশেপাশের অধিবাসীরা সেদিন তীর্থযাত্রীদের শরবত, জল, ফলমূল পরিবেশন করে। অনেক স্থানে গণ-বিবাহের আয়োজন করা হয়। কারণ সাধারণ ইরাকিরা মনে করে এদিন বেশ ফজিলত পূর্ণ, তাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে নবদম্পতির মঙ্গল হবে।

ইন্দোনেশিয়া : গারেবেগ উৎসব- ‘গারেবেগ’ একটি জাভানিজ শব্দ, যার অর্থ “সঙ্গ দেয়া’ বা ‘অনুসরণ করা”। ১৬শ-১৭শ শতকের দিকে জাভার মাতারাম সালতানাত যুগে সুলতান আগুং এর শাসনামলে এই শোভাযাত্রার সূচনা হয়েছিল। মূলত ইসলামিক সংস্কৃতির সাথে প্রাক-ইসলামিক জাভানিজ রাজকীয় ঐতিহ্যকে মেলবন্ধন হলো এই শোভাযাত্রা। প্রতি বছর ৩টি প্রধান গারেবেগ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ‘গারেবেগ মুলুদ’। শাওয়াল মাসের ১ তারিখে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ‘গারেবেগ শাওয়াল’। জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ইদুল আজহা উপলক্ষ্যে ‘গারেবেগ বেসার’।

গারেবেগ অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হলো ‘গুনুঙ্গান’চালের পিঠা, ফল, সবজি ও ডিম দিয়ে তৈরি বিশাল বড় খাবারের স্তূপ। দেখতে অনেকটা পাহাড়ের মতো মনে হয়। গারেবেগের দিন শহরের প্রধান মসজিদগুলোতে রাজকীয় কর্মচারীরা গুনুঙ্গান বয়ে নিয়ে যায়। ধর্মীয় প্রার্থনা শেষে সাধারণ জনগণের মাঝে পরে তা বিলিয়ে দেয়া হয়। সাধারণ জাভানিজ মুসলিমরা বিশ্বাস করে গুনুঙ্গান খেলে রোগ-বালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই মানুষ গারেবেগের দিন রাস্তায় জড়ো হয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে, নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে উৎসবটি পালন করে।

রবীন মজুমদার : ট্র্যাজিক নায়কের ইতিকথা

সুব্রত রায়

১ ৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে হুগলির চোপা গ্রামে জন্ম রবীন মজুমদারের। তাঁর জন্মশতবর্ষ চলে গেছে সেও প্রায় অনেকদিন হল ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু এই ম্যাটিনি আইডলকে প্রায় ভুলেই গেছে বাঙালি। নতুন প্রজন্ম জানেই না যে রবীন মজুমদার বাংলা চলচ্চিত্রের এমন এক ব্যাক্তিত্ব যিনি একই সঙ্গে নায়ক ও গায়ক। রবীন মজুমদারের বাবা অমূল্য কুমার মজুমদার এর চাকরির সুবাদে ছোট থেকেই তাঁর বেড়ে ওঠা কাটিহারে। শুরু থেকেই সঙ্গী ছিল গান। বারো-তেরো বছর বয়সে উত্তরবঙ্গ রাজশাহী ডিভিশন মিউজিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। বাবা কিনে দিলেন হারমোনিয়াম। পন্ডিত বীরেন নিয়োগীর কাছে গানের তালিম শুরু হলো। এ দিকে জোরকদমে চলছে পড়াশুনা। তিনটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে, কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হলেন।

“সিনেমায় অভিনয় করবে নাকি?” কেমন যেন ঘাবড়ে গেল ছেলেটা। দেখা করতে বলেছিলেন বটে। কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন। গল্পটা হল: স্কটিশচার্চ কলেজে বার্ষিক অনুষ্ঠানে ছেলেটির গান শুনে প্রশ্নকর্তা এতটাই খুশী হয়েছিলেন যে, সেদিন ফিরে আসার সময় ছেলেটিকে দেখা করতে বলেছিলেন। সেই কথামতো দেখা করতে এসে, আজ এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তা ভাবতেই পারেনি সেই ছেলে। তাছাড়া সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা, সেটা যেমন কারণ, তার চেয়েও বড় কারন সেটা ছিল ব্রিটিশ আমল। সে সময় রেখে চাকরি করা তাঁর বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী ও রক্ষণশীল মানুষ। প্রশ্নকর্তা খানিক শুনলেন, খানিক বুঝলেন। তারপর ছুটি দিলেন বটে, কিন্তু ছেলেটির ঠিকানা রেখে দিলেন। এবারে যখন ডাক পেল ছেলেটি, পড়াশুনার অজুহাত দেখিয়ে বাবার আশীর্বাদ নিয়ে সোজা কলকাতার স্টুডিও পাড়ায়। গান করতে হল সেদিনের বিশিষ্ট শিল্পী অনুপম ঘটকের সামনে। তারপর কালী ফিল্মস স্টুডিওতে মেকআপ নিয়ে রঙিন ধুতি জামা পরে সোজা ক্যামেরার সামনে। নতুন এই শিল্পী অভিনেতা রবীন মজুমদার। আর সেই প্রশ্নকর্তা, যিনি তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন-তিনি চলচ্চিত্র জগতের আর এক দিকপাল- প্রমথেশ বড়ুয়া।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪০-এ মুক্তি পেয়েছিল “শাপমুক্তি” সেই নিয়েও চমক। মুক্তির আগের দিন গোটা ছবিটা দেখার সময় পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের মনে হল ৫ নাম্বার দৃশ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। নতুন করে তুলতে হবে। পরের দিন সকাল আটটার মধ্যে সবাইকে স্টুডিওতে আসতে বললেন। সকলেই হতবাক। সে দিনই তো “উত্তরা” সিনেমায় ছবি মুক্তি পাবে। রবীন বাবু বলেই ফেললেন “সে কি। কাল তো ছবি রিলিজ।” বড়ুয়া সাহেবের উত্তর “সেটা আমার ভাববার কথা তোমার নয়।... জাস্ট এইট”। পরের দিন দৃশ্যটি তোলা হল, এরপর তা ডেভলপে গেল, অবশেষে এডিটিং করে যখন প্রিন্ট হচ্ছে, ততক্ষণে “উত্তরা”য় শাপমুক্তি শুরু হয়ে গেছে। সেখানে ছবি পাঠানো হয়েছিল পাঁচ নাম্বার রিল বাদ দিয়েই। ফাইনাল প্রিন্ট রেডি হওয়ার পর গাড়িতে রবীন মজুমদারকে তুলে হলের দিকে ছুটলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। যখন পৌঁছলেন তখন পর্দায় চার নম্বর রিলের মাঝ অংশ চলছে। নতুন পাঁচ নাম্বার রিল ঢুকে গেল যথাস্থানে। এও যেন এক সিনেমা।

প্রথম ছবিতেই নবীন নায়ক-গায়ককে বরণ করে নিলেন দর্শক। যেমন সৌমকান্তি চেহারা, তেমনিই সাবলীল চেহারা, সেই সঙ্গে মধুর কণ্ঠে গান। অনুপম ঘটকের সুরে রবীন মজুমদারের গলায় “বাংলার বধূ”, “এই ধরণীর ধূলির তলে”, ”বনে নয় মনে রঙের আগুন” গানগুলি শুরুতেই হিট হল। উত্তাল চল্লিশের দশকে এ ভাবেই উত্থান রোমান্টিক চিত্রতারকা রবীন মজুমদারের।

এই ছবির পরে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। বাংলা ছায়াছবির জগতে রবীন মজুমদার অভিনীত “গরমিল, “নন্দিতা”, “সমাধান”, “ভাঙাগড়া”, “না”, “টাকা আনা পাই” সাড়া ফেলেছিল। ১৯৪৮ সালের ৫ই নভেম্বর মুক্তি পেল দেবকীকুমার বসু পরিচালিত “কবি”। এই ছবিতে ছিল তাঁর অবিস্মরণীয় গান ও অভিনয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ডাকতেন “কবিয়াল” বলে। “কবি” তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। সেই সময়ে নির্মিত “কবি” ছবির গান আজও সমান জনপ্রিয়। কেন না তিনি ছিলেন গায়ক নায়ক দুই-ই। “গরমিল” ছবিতে তাঁর গাওয়া ”এই কি গো শেষ দান” গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ানোর জন্য মুখিয়ে থাকতেন সংগীত পরিচালকেরা। বন্ধু সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে “আমার আঁধার গানের প্রদীপ” গানটি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বাংলা ছায়াছবির জগতে যে সমস্ত নায়ক-গায়ক এসেছেন তাদের মধ্যে রবীন মজুমদার একটু ব্যাতিক্রম। বাকি অসামান্য শিল্পীরা পরবর্তী কালে হয় অভিনেতা নয় গায়ক হিসাবেই আসন পেতেছেন দর্শকমনে। কিন্তু রবীন মজুমদার বরাবরই দুটো দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বহু বাংলা ছবিতে তিনি নায়ক-গায়ক, আবার “মন্দির” (১৯৪৭) ছবিতে তিনি শুধুই নেপথ্য শিল্পী। হিন্দীতেও তাই। “এরাবিয়ান নাইটস” (১৯৪৬), “দুখিয়ারী” (১৯৪৮) ছবিতে অভিনয় সহ গান, আবার “হসপিটাল” (১৯৪৩), “রানী” (১৯৪৩), “বিন্দিয়া” (১৯৪৬) ছবিতে গাইছেন নেপথ্য শিল্পী হিসেবে। কেরিয়ারের শেষ দিকে শুধু সিনেমায় অভিনয় নয়, মঞ্চাভিনয়ও করেছেন। ১৯৫২ সালে “সেই তিমিরে” নাটক থেকে ১৯৮২ সালের “প্রজাপতি” পর্যন্ত। সেখানেও সব ক্ষেত্রে গান নয়। এর মধ্যে ১৯৫৭ সালে মঞ্চেও “কবি” নাটকে নিতাই কবিয়াল হয়েছেন, অবশ্যই গান সহ।

১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়া রবীন মজুমদারকে দীর্ঘদিন নিজের কাছে রেখে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন অনুজপ্রতিম সুরকার নচিকেতা ঘোষ। ১৯৭৬ সালে নচিকেতা ঘোষের অকালপ্রয়ানের পর “উল্টোরথ” পত্রিকায় সে কথা কৃতজ্ঞচিত্তে জানিয়েছিলেন রবীন মজুমদার। নচিকেতা তাঁকে বলতেন, “আমি তোমাকে আবার সুস্থ করে ইন্ডাস্ট্রির সামনে দাঁড় করাব। এ আমার প্রতিজ্ঞা।” সত্যিই সম্ভব করেছিলেন তা। রবীন মজুমদার সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। শেষের দিকে তাঁর গানের গলা স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রয়ানের বছর অবধি অভিনয় করে গিয়েছিলেন। তাঁর শেষ ছবি, “উৎসর্গ” মুক্তি পেয়েছিল ১৯৮৩ সালে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, উত্তমকুমারের আগে যাঁরা বড় পর্দা কাঁপাতেন তাদের মধ্যে রবীন মজুমদার, অসিতবরণের মতো নায়কের জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়েছিল। বিভাস চক্রবর্তী প্রযোজিত শেখর চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত কলকাতা দূরদর্শন এর টেলিপ্লে “আচার্য”-তে এক মাস্টারমশাই এর চরিত্রে রবীন মজুমদারের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন সত্যজিৎ রায় সে সময় তাঁর নির্মীয়মান ছায়াছবি “হীরক রাজার দেশে” ছবিতে চরণদাস চরিত্রে সত্যজিৎ রবীন মজুমদারকে নির্বাচিত করেন। এ যেন এক ম্যাটিনি আইডলের প্রতি এক বিশ্ববরেণ্য পরিচালকের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। রবীন মজুমদারের জীবন রূপকথার নায়কের মতো হতে পারতো, কিন্তু তা হলো না। তিনি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একজন ট্যাজিক নায়ক হিসাবেই রয়ে গেলেন।

> ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়া রবীন মজুমদারকে দীর্ঘদিন নিজের কাছে রেখে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন অনুজপ্রতিম সুরকার নচিকেতা ঘোষ। ১৯৭৬ সালে নচিকেতা ঘোষের অকালপ্রয়ানের পর “উল্টোরথ” পত্রিকায় সে কথা কৃতজ্ঞচিত্তে জানিয়েছিলেন রবীন মজুমদার। নচিকেতা তাঁকে বলতেন, “আমি তোমাকে আবার সুস্থ করে ইন্ডাস্ট্রির সামনে দাঁড় করাব। এ আমার প্রতিজ্ঞা।” সত্যিই সম্ভব করেছিলেন তা। রবীন মজুমদার সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

UNEMPLOYMENT
UNDEREMPLOYMENT
কনভেনশন

রবিবার ডিওয়াইএফের উদ্যোগে একদিবসীয় এক কনভেশনের আয়োজন করা হয়।

সোহরার ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে বিরতির মাধ্যমে মেঘালয় সফর শেষ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

নতুন দিল্লি, ১৩ জুলাই, ২০২৫, পিআইবি।। মেঘালয়ে চার দিনের সফরের শেষ দিনে, কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন সোহরার ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্কুল পরিদর্শন করেছেন আজ।

সফরকালে, মন্ত্রী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তাকে মিশনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধাগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হয়, যেখানে প্রায় ১০০ জন মহিলাকে বিনামূল্যে বুননের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ মিশন সোহরার সচিব স্বামী অনুরাগানন্দ জানান, মন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে পরিচিত। এটি উত্তর-পূর্বের প্রাচীনতম কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি হওয়ায়, তিনি মিশনের ইতিহাস, বৃদ্ধি এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি, সেইসাথে রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি আরও জানান, নারী উদ্যোক্তাদের সাথে দেখা করার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং ক্যাম্পাসে ক্ষমতায়নের উদ্যোগগুলির মাধ্যমে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্বামী অনুরাগানন্দ আরও জানান, আমরা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সম্প্রদায় ত্রাণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডে আমাদের কাজের একটি সারসংক্ষেপও তাঁর সামনে তুলে ধরেছিলাম।

শ্রীমতি সীতারামন প্রতিষ্ঠানের অনেক বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। স্বামী অনুরাগানন্দ মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের জোট রাজনীতির পথিকৃৎ বাহ বি.বি. লিংডোহ; বিখ্যাত সংসদ সদস্য বাহ জি.জি. সোয়েল; বাহ ডনকুপার রায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা, আমলা এবং টেকনোক্র্যাটদের প্রতি তার আগ্রহের কথা স্মরণ করেছিলেন, যারা মিশনের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন।

মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে, স্কুলের সভাপতি কং থেইলিন ফানবুহ সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি ২০০৬ সালে নারী উন্নয়নে তাঁর কাজের জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সোহরায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল সম্প্রতি এই অঞ্চলে তাঁদের সেবার ১০০ বছর পূর্ণ করেছে। শ্রীমতি সীতারামন তাঁর সফরের শেষের দিকে ক্যাম্পাসে একটি চারাগাছ রোপণ করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফরকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক এবং কর্মীরা, যার মধ্যে ৯০ বছর বয়সী স্কুলের অন্যতম প্রবীণ প্রাক্তন ছাত্র কং লোলিন লিন্ডেমও ছিলেন, যিনি ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ভাবেই দায়িত্ব পালন করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুল সম্প্রদায়, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকমণ্ডলী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

সিকিম-তিব্বত সীমান্তকে ’’ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত’’ রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি রাজ্যসভার সাংসদ দর্জি ছেড়িং লেপচা-র

গ্যাংটক, ১৩ জুলাই: সিকিমের রাজ্যসভার সাংসদ দর্জি ছেড়িং লেপচা কেন্দ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন সিকিম ও তিব্বতের মধ্যে থাকা সীমান্তকে ‘‘ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত’’ নামে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে, বর্তমান প্রচলিত ‘‘ইন্দো-চীন সীমান্ত’’ শব্দবন্ধের পরিবর্তে।

শনিবার সিকিমের পূর্ব জেলার সীমান্ত গ্রাম মাচং পরিদর্শনের সময় লেপচা বলেন, ‘‘আমি বাজেট অধিবেশনে সংসদে এই ইস্যুটি তুলেছিলাম যে এটি চীনের নয়, তিব্বতের সীমান্ত।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিতে হবে সেনাবাহিনী, বিআরও-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে যেন তারা এটিকে ‘ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত’ বলে উল্লেখ করে, ‘ইন্দো-চীন’ নয়।’’

এই দাবিটি তিনি ২০২৪-এর বর্ষাকালীন সংসদ অধিবেশনেও উত্থাপন করেছিলেন, সরকারি নথিপত্র ও সকল আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে এই নামান্তর প্রয়োগের দাবিতে।

লেপচা আরও বলেন, ‘‘দু’দিন আগে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুও ঠিক এমনই একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে এটি তিব্বতের সীমান্ত, চীনের নয়।’’

এই ধরনের বক্তব্যের পেছনে রয়েছে ভারতের রাজনৈতিক মহলে ক্রমবর্ধমান তিব্বত-সমর্থিত মানসিকতা এবং চীন-তিব্বত প্রসঙ্গে ইতিহাসভিত্তিক বাস্তবতার দাবি। বিশেষত, চীনের দালাই লামার উত্তরাধিকারের উপর হস্তক্ষেপের প্রয়াস ও তিব্বতের সাংস্কৃতিক দমন নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

৬ জুলাই ১৪তম দালাই লামার ৯০তম জন্মদিন উদ্‌যাপনের সময় তিনি পুনরায় জানান, ‘‘আমার পুনর্জন্ম ও ১৫তম দালাই লামার সন্ধান আমাদের ঐতিহ্য অনুসারেই হবে।’’

এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে হিউম্যান রাইটস নেটওয়ার্ক ফর তিব্বত অ্যান্ড তাইওয়ান-এর সেক্রেটারি জেনারেল তাশি ছেড়িং বলেন, ‘‘এই বক্তব্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এক দৃঢ় বার্তা। দালাই লামার উত্তরাধিকার নির্ধারণের একমাত্র অধিকার তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যের।’’

চীন ১৯৫০-এর দশকে তিব্বত দখল করে নেয় এবং পরে একে চীনের ’তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল’ হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বহু প্রাচীন সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। দর্জি লেপচা-র মতে, ‘‘এই সম্পর্ক ও ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে আমাদের উচিত সীমান্তের প্রকৃত পরিচয়কে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া।’’

ভারত-চীন সীমান্ত উত্তেজনার পটভূমিতে তিব্বতের প্রশ্নে ভারতের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অবস্থান আরও জোরালো হতে পারে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। রাজ্যসভার সাংসদের এই দাবির ফলে সংসদ এবং জাতীয় স্তরে নতুন বিতর্ক শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ইউনেস্কো স্বীকৃতির পক্ষে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সমর্থন, মেঘালয়ের জীবন্ত মূল সেতুগুলিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার আহ্বান

শিলং, ১৩ জুলাই:মেঘালয়ের বিখ্যাত জীবন্ত মূল সেতুগুলিকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা দেওয়ার প্রচেষ্টাকে জোরালো সমর্থন জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার সিয়েজ গ্রামে জীবন্ত মূল সেতু পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, ‘‘এই স্বীকৃতি দেখানোর জন্য নয়, বরং বিশ্বকে বোঝানোর জন্য যে আপনারাই প্রথমে তা করেছেন।’’

তিনি বলেন, ‘‘স্থানীয় জ্ঞানে ভিত্তি করে টেকসই পদ্ধতির এই উদাহরণ বিশ্বজুড়ে অনুপ্রেরণা হতে পারে।’’

জীবন্ত মূল সেতুগুলি মেঘালয়ের খাসি ও জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর বহু প্রজন্ম ধরে সৃষ্ট এক অনন্য জীবন্ত স্থাপত্য নিদর্শন। গাছের শিকড় দিয়ে গড়া এই প্রাকৃতিক, বায়ো-ইঞ্জিনিয়ার্ড সেতুগুলি প্রাকৃতিক ও মানব সৃজনশীলতার বিরল সংমিশ্রণ তুলে ধরে।

২০১৮ সালে মেঘালয় সরকার এই সেতুগুলিকে ‘‘সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ’’ ক্যাটাগরিতে ইউনেস্কো হেরিটেজ তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। যদিও প্রস্তাবটি নানান প্রক্রিয়াগত বাধা ও স্থানীয় সম্পৃক্ততার ঘাটতির কারণে এখনও চূড়ান্ত হয়নি, সম্প্রতি কমিউনিটি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নতুন উদ্যমে তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সীতারমন স্থানীয় প্রবীণ, পঞ্চায়েত নেতা এবং ইকোসিস্টেম পরিষেবা পেমেন্ট প্রকল্পের উপভোক্তাদের সঙ্গেও আলাপ করেন। বিশ্বব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও এডিবি-র সহায়তায় পরিচালিত এই প্রকল্পে স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবেশ রক্ষার জন্য সরাসরি আর্থিক সুবিধা পান।

সোহবার গ্রামে সফর করে নির্মলা সীতারমন বলেন, ‘‘সীমান্ত গ্রাম মানেই ভারতের শেষ নয়, বরং এটাই ভারতের শুরু।’’ তিনি জানান, ’’ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম’’-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে মেঘালয়ের যে ৯২টি গ্রাম নির্বাচিত হয়েছে, সোহবার তাদের অন্যতম।

অর্থমন্ত্রী এই অঞ্চলে উন্নয়নের মূল ক্ষেত্র হিসেবে সড়ক পরিকাঠামো, ডিজিটাল সংযোগ, টেলিভিশন কভারেজ, বিদ্যুৎ এবং আর্থিক পরিষেবার প্রসারের কথা বলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, ‘‘প্রতিটি গ্রামের ৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে ব্যাঙ্ক, এটিএম বা অন্য আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে যাবে।’’

রবিবার সীতারমন সফরের শেষ দিনে ছোড়ার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্কুল পরিদর্শন করবেন। এই প্রতিষ্ঠান কয়েক দশক ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও গ্রামীণ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

তিনি বলেন, ‘‘খাসি পাহাড়ের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে রামকৃষ্ণ মিশন আত্মনির্ভরতা, মূল্যভিত্তিক শিক্ষা ও সমাজসেবার মাধ্যমে নতুন দিশা দেখিয়েছে।’’

এই সফরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টসংস্কৃতি, প্রকৃতি ও সীমান্ত উন্নয়নের সঙ্গতিপূর্ণ সমন্বয়ই হবে পরবর্তী সময়ে পূর্ব ভারতের টেকসই অগ্রগতির চালিকাশক্তি।

ভারতের তৈলবীজ বিপ্লবঃ আত্মনির্ভরতা ও পুষ্টিগত সুরক্ষার লক্ষ্যে এক দশকের দীর্ঘ উল্লম্ফন

ঋষি কান্ত
অতিরিক্ত অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর
পূর্ণ চন্দ্র কিষাণ
যুগ্ম সচিব
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর

বিগত এক দশক জুড়ে তৈলবীজের উপর ঘোষিত গুরুত্ব সহকারে ভারত তার কৃষি ক্ষেত্রে এক রূপান্তরধর্মী অভিযাত্রা আরম্ভ করেছে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৪-২৫-এর মধ্যে তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি ২৭৫ লক্ষ টন থেকে ৪২৬ লক্ষ টনে পৌঁছে গিয়েছে যা শতাংশের হুসেবে ৫৫ু বৃদ্ধিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে এবং যার বিপুল ‘যৌগিক বার্ষিক বৃদ্ধির হার’ (সিএজিআর) ৫ু-এরও বেশি। তৈলবীজ চাষের এলাকা ২৫.৬০ মিলিয়ন হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.২৭ মিলিয়ন হেক্টরে পৌঁছেছে যার পরিমান শতাংশের হিসেবে ১৮ু-র মতো, অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমান প্রতি হেক্টরে ১,০৭৫ কেজি থেকে ৩১ু হারে বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি হেক্টরে ১,০৭৫ কেজি-কেও ছাপিয়ে গিয়েছে। ভোজ্য তেলের উৎপাদনের পরিমান বেড়েছে ৮৭ লক্ষ টন থেকে ১২৩ লক্ষ টন, শতাংশের হিসেবে এই বৃদ্ধির হার ৪৪ু। এই বৃদ্ধির চিত্রটি খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার অভিমুখে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উল্লম্ফন।

কৃষি সাফল্যের এক দশকঃ

২০১৪-১৫-র পর থেকে ভারতের তৈলবীজ ক্ষেত্র সমস্ত প্রধান প্রধান মানদন্ডের পরিধি জুড়ে উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ২৭৫ লক্ষ টন থেকে ৪২৬ লক্ষ টনে পৌঁছে গিয়েছে যা শতাংশের হুসেবে ৫৫ু বৃদ্ধিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যাপক মাত্রায় প্রয়োগ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সরকারের দিক থেকে স্থিতিশীল সহায়তামূলক নীতি গ্রহণ করার ফলে ভোজ্য তেলের উৎপাদনের পরিমান বেড়েছে ৮৭ লক্ষ টন থেকে ১২৫ লক্ষ টন, শতাংশের হিসেবে এই বৃদ্ধির হার ৪৪ু। তৈলবীজ চাষের এলাকা ২৫.৬০ মিলিয়ন হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.২৭ মিলিয়ন হেক্টরে পৌঁছেছে যার পরিমান শতাংশের হিসেবে ১৮ু-র মতো, অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমান প্রতি হেক্টরে ১,০৭৫ কেজি থেকে ৩১ু হারে বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি হেক্টরে ১,০৭৫ কেজি-কেও ছাপিয়ে গিয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে অথ্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উন্নততর চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য। সেই সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে অস্থা সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক মাত্রায় যা উৎপাদন বৃদ্ধির চিত্রেই প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রধান প্রধান তৈলবীজ যেমন রাই-সরিষা, সয়াবিন এবং বাদাম চাষ এই বৃদ্ধির প্রবণতাকে তেজি করে তুলেছে, সেই সঙ্গে নারকেল, তুলাবীজ এবং ধানের তুষ জাতীয় অতিরিক্ত উৎসগুলিকে কাজে লাগানের ফলে ফলন আরোও বেগবান হয়ে উঠেছে।

কৃষকদের ক্ষমতায়নঃ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) এবং ফলন সংগ্রহ বিপ্লব

তৈলবীজের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-র যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত ফসলের জন্য কৃষকদের প্রদেয় প্রাপ্যের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করাটাই হল কৃষি ক্ষেত্রের এই রূপান্তরের মূল ভিত্তিভুমি। ২০১৪-১৫ থেকে নাইজার বীজ সহ তৈলবীজের ক্ষেত্রে এমএসপি-র পরিমান নাটকীয় হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে যা শতাংশের হিসেবে বৃদ্ধির হার ১৪২.১৪ু (পূর্বে ছিল ক্যুইন্টল প্রতি ৩,৬০০ টাকা, তা বেড়ে হয়েছে ৮,৭১৭ টাকা), তিলের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ১০১.৪৬ টাকা (ক্যুইন্টল প্রতি ৯,২৬৭ টাকা পর্যন্ত) এবং রাই-সরিষা ও সরিষা বীজের ক্ষেত্রে (৯১.৯৪ু) ও বাদামের ক্ষেত্রে (৬৯.৫৮ু) হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চিত্র এটাই প্রমাণ করছে যে কৃষকদের উপার্জন আশাব্যঞ্জকভাবে বৃদ্ধির বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং এর ফলে তৈলবীজের চাষকে করে তুলেছে লাভজনক। বিভিন্ন ধরণের এমএসপি-র এই উল্লেয়যোগ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারের ফসল সংগ্রহের কার্যক্রম তাৎপর্যপূর্ণভাবে গতিশীল হয়ে উঠেছে। ২০১৪-১৫-র আগেঋ সরকারের তৈলবীজ সংগ্রহের বিষয়টি ছিল একটি অথবা দুটি ফসলের জন্য একেবারেই সীমিত যা ছিল মাত্র ৪,২০০ মেট্রিক টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০২৪-২৫-এ এই সংগ্রহের পরিমান ৪১.৮ মেট্রিক টনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হযেছে পিএম-এএএসএইচএ-এর মতো যোজনাগুলির আওতায়।

ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে এমএসপি বৃদ্ধি পরিপূরণ করে ও ফসল সংগ্রহকে সহায়তা দান এবং আত্মনির্ভরতাকে গতিশীল করতে সরকার দুইটি প্রধান প্রধান মিশনের সূচনা করে: ১) ভোজ্য তেলের বিষয়ে জাতীয় মিশন---অয়েলসিডস (২০২৪) এবং ২) ভোজ্য তেলের বিষয়ে জাতীয় মিশন---অয়েল পাম (২০২৪)। এর জন্য বাজেট ধার্য্য করা হয় ১০,১০৩ কোটি টাকা, - ভোজ্য তেলের বিষয়ে জাতীয় মিশন---অয়েলসিডস এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩০-৩১-এর মধ্যে উৎপাদনকে দ্বিগুণ করে ৬৯.৭ মিলিয়ন টনে নিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি ৪০ লকষ হেক্টর পতিত জমিতে চাষের কাজকে সম্প্রসারিত করা ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহারকে উৎসাহ দান করাটাও এই মিশনের লক্ষ্য। অন্যদিকে ভোজ্য তেলের বিষয়ে জাতীয় মিশন---অয়েল পাম-এর জন্য বরাদ্দ করা হয় ১১,০৪০ কোটি টাকা। এই মিশনটিতে জোর দেওয়া হয় অয়েল পাম চাষের উপর। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও আন্দামান অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। মিশনটিতে কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধি করতে এবং আমদানির উপর নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও আয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর নজর দেওয়া হয়।

ভক্ষণ, আমদানি ও স্বাস্থ্যগত বিষয় সমূহের মোকাবিলা

আশাতীতভাবে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্রমবর্দমান উপার্জন, নগরায়ন এবং প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটবন্দী খাবারের দিকে দিক বদলের প্রবণতা বারতের ভোজ্যতেল ভক্ষণ বা ব্যবহারের পরিমান ২০২৩-২৪-এ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৭.৮ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ, মাথা পিছু এই ভক্ষণের পরিমান পৌঁছে যায় ১৯.৩ কেজিতে---যা প্রায় ৬০ু-এরও বেশি। এই জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল সায়েন্স ভোজ্যতেল ব্যবহারের পরিমান মাথাপিছু ১২ কেজিতে বেঁধে দিতে সুপারিশ করে। ১৯৫০-এর পর থেকে ভোজ্যতেল খাওয়ার পরিমান পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে তৈল বীজ উৎপাদনের পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও এটা হয়েছে আমদানিকৃত তেলের উপর নির্ভরতার কারণে। তা ছাড়া, অতিরিক্ত পরিমানে ভোজ্য তেল ভক্ষণ ডেকে আনে অনাকাঙ্খিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা, এতে মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং অ-সংক্রামক অসুখ-বিসুখ (এনসিডি)মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়।

আত্ম-নির্ভরশীলতাকে শক্তিশালীকরণঃ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত লাভ

বিশেষ করে পাম ও সয়াবিন তেলের মতো ভোজ্যতেলের আমদানির উপর ভারতের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি বড় ধরণের বিপজ্জনক ঝুঁকি। ২০২৪-২৫ নাগাদ সরকার একই সঙ্গে আমদানিকৃত তেলের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অনেকটাই সুফল পাওয়া যায় এবং আরোও প্রতিযোগিতা বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে জোরদার করায় পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে দ্রুত গতিতে। এই দিক বদলকারী পদক্ষেপ সরিষা, বাদাম, ও তিল চাষকে উৎসাহ দান করতে থাকে যা ভারতে কৃবহুমাত্রিক কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে খুবই সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায়। উপরন্তু, আরোও স্বাস্থ্যকর তেলের মিশ্রণ, যেমন ধানের তুষ ও তুলোর বীজ মিশ্রিত করে ভোজ্য তেল উৎপাদন ভারতের ধান ও তুলো চাষকে বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি করতে থাকে---এটা এমন এক কৌশল যা মাত্র এক দশকের সীমাবদ্ধ সময়ে কল্পনাতীথ সুফল প্রদান করেছে।

এক দশকের প্রগতি থেকে আবির্ভূত এক ধর্মপরায়ণ চক্র

ভারতের তৈলবীজ বিপ্লব গভীরভাবেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও কৌশলগত মধ্যস্থতার একটি দশকের নিগরে প্রোথিত। এটা দেশের কৃষি প্রাণোচ্ছ্বলতা এবং নীতির প্রতি দায়বদ্ধতার প্রামাণ্য দলিল রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতে একদিকে ভোজ্য তেলের বিষয়ে জাতীয় মিশন---অয়েলসিডস (২০২৪) এবং ভোজ্য তেলের বিষয়ে জাতীয় মিশন---অয়েল পাম-এর মতো দুইটি মিশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে জোরদার করা হয়েছে, আর অন্যদিকে টেকসই কৃষিকাজকে অবলম্বন করায় ও সুচিন্তিতভাবে ভোজ্যতেল ব্যবহার করার অভ্যাসকে প্রযত্ন করার কারণে আজ পাওয়া যাচ্ছে সুফল। এর ফলে ভারত যে অতিরিক্ত ভোজ্যতেল আমদানি করার বোঝা বইছিল তা কমিয়ে আনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যেমন অজৃইত হয়েছে, তেমনি এক স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনের দিকেও খুলে যাচ্ছে সম্ভাবনার দরজা। এর চেয়েও বড় কথা হল, ভারত আরোও আত্ম-নির্ভর এবং অর্থনৈতিকভাবে এক বিপুল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

One Time Financial Support সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে রাজ্য সরকারের তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের ঘোষিত প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল যে সকল তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্রছাত্রী সরকার অনুমোদিত রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরের যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশুনা করার জন্য ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ সালে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে শর্ত সাপেক্ষে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে এককালীন আর্থিক সহায়তা (One Time Financial Support) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে প্রথম কিস্তির ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ইতি মধ্যে সরাসরি ব্যংক একাউন্টের মাধ্যমে পেয়ে গেছেন, তাদের দ্বিতীয় কিস্তির ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পাওয়ার জন্য ১৪/০৭/২০১৫ ইং তারিখে থেকে অনলাইনে আবেদন করার জন্য BMS Portal খুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে ২০২৩-২৪ ইং সনের নির্বাচিত যে সকল ছাত্রছাত্রী গত অর্থ বছরের নির্ধারিত সময়ে আবেদন করতে পারেনি ঐ সমস্ত ছাত্রছাত্রী সহ ২০২৪-২৫ ইং সনে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীরা তাদের ২য় কিস্তির (renewal) ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পাওয়ার জন্য আগামী ০৭/০৩/২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে bms.tripura.gov.in (Citizen mode) online এর মাধ্যমে আবেদন করে আবেদন পত্রটির প্রত্যায়িত নকল এবং Uploaded Document এর প্রত্যায়িত নকল সহ আগামী ১০/০৩/২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরে জমা দিতে হবে।

ICA/D-589/25

(জয়ন্ত দে) অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে রবিবার খেলোয়ারদের মধ্যে জার্সি বিতরণ করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দীপ্তিময় ত্বকের জন্য ৭টি প্রাকৃতিক রূপচর্চার টিপস

১. ক্লেনজার ও টোনার ব্যবহার করুন:- একটি ভালো ক্লেনজার ব্যবহার করলে মুখের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। আপনি আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী ক্লেনজার বেছে নিতে পারেন। এমন একটি ক্লেনজার ব্যবহার করুন যা কোমল ও ত্বকের জন্য উপযুক্ত। ক্লেনজিংয়ের পরে টোনার ব্যবহার করুন যেন কোনো ধুলোবালি বা তেল ত্বকে না থাকে। প্রতিদিন ক্লেনজার ও টোনার ব্যবহার করা দীপ্তিময় ত্বক পাওয়ার একটি মৌলিক নিয়ম। প্রাকৃতিক লেবুর রস, শসা বা এলোভেরা ব্যবহার করুন। ২. রাতে মুখ ধুয়ে নিন:- সারাদিনের মেকআপ, ধুলোবালি ও তেল মুখে জমে যায়। সেই ক্ষুদ্র কণাগুলো দূর করতে, রাতে ঘুমানোর আগে জল দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করা অভ্যাসে পরিণত করুন। ৩. মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন: মেকআপসহ ঘুমাতে যাবেন না, এতে আপনার ত্বকের রন্ধ্রগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ব্রণ দেখা দিতে পারে। সেই বিরক্তিকর ব্রণ এড়াতে, মুখ ধোয়ার আগে অবশ্যই মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন।

৪. ফলের রস পান করুন: সুস্থ ত্বক বজায় রাখতে ডায়েট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রচুর তরল পদার্থ, বিশেষ করে ফলের রস ও জল পান করুন। ফলে থাকা বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে। ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল বেশি করে খেতে হবে। ৫. স্টিম বাথ নিন: স্টিম ত্বকের বন্ধ ছিদ্রগুলো খুলে দেয়। এটি অতিরিক্ত তেল, ধুলো ও ময়লা দূর করে। স্টিম নেওয়ার পর তুলায় গোলাপজল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। গোলাপজল ত্বকে সতেজতা ও ঠাণ্ডা অনুভূতি দেয়। স্টিম নেওয়ার সময় কিছু প্রাকৃতিক তেলও ব্যবহার করতে যেতে পারে। ৬. ফেস প্যাক ব্যবহার করুন: আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী সন্ধ্যায় বা রাতে বিভিন্ন ফেস প্যাক ব্যবহার করুন যাতে ত্বক মসৃণ হয় ও প্রাকৃতিক ঔজ্জ্বল্য ফিরে পায়। ৩০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। চন্দন, উবটান, ফল, নিম ইত্যাদি ফেস প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

৭. পর্যাপ্ত পানি পান করুন: ত্বককে ঠিকভাবে হাইড্রেট রাখতে প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। এতে ত্বকের টিস্যুগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে এবং ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। উপরের টিপসগুলো অন্তত এক সপ্তাহ প্রতিদিন মেনে চলুন। আপনি অবশ্যই ত্বকের গঠন ও দীপ্তিতে পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

ডায়েট চার্টে ঘি-কফি, আদৌ নিরাপদ তো?

ব্যস্ততার জীবনে আমরা সুস্থ থাকতে কত কীই-না করি! ডেইলি এক্সারসাইজ থেকে ডায়েট কন্ট্রোল। এমনকী খাদ্যাভাসের উপরেও কড়া নজর থাকে আমাদের। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন ডায়েট ট্রেন্ডের অংশ হিসেবে বুলেটপ্রুফ কফি বা ঘি-কফির জনপ্রিয়তা বেশ বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে যারা কেটোজেনিক (কম কার্বোহাইড্রেট, বেশি ফ্যাট) ডায়েট অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে ঘি-কফি পানীয় হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। এই পানীয় একদিকে যেমন ওজন কমাতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনই মানসিক অস্থিরতা কমাতেও এর জুরি মেলা ভার।

কী এই ঘি-কফি?

বুলেটপ্রুফ বা ঘি-কফি সাধারণত ব্ল্যাক কফি, আনসল্টেড গ্রাস-ফেড বাটার এবং মিডিয়াম-চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড (MCT) তেল মিশিয়ে তৈরি করা হয়। অনেক সময় মাখনের বদলে ঘি-ও ব্যবহার করা হয়, সেজন্য এটি ঘি-কফি নামেও পরিচিত। চর্বি ও ক্যালোরিতে ভরপুর হওয়ায় ডায়েট অনুসরণকারীরা অনেকেই এই পানীয় ব্যবহার করেন।

কিন্তু এই ঘি-কফি দীর্ঘ সময় ধরে পান করা শরীরের পক্ষে কতটা নিরাপদ? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ঘি-কফির ব্যবহারের একাধিক ইতিবাচক দিক রয়েছে। বিশেষ করে হজম শক্তি বৃদ্ধি, ওজন নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে আশু উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু এর নেতিবাচক দিকটিও অবহেলা করার মতো নয়।

৩ মাস একনাগাড়ে ঘি কফি ব্যবহারে স্বাস্থ্যের উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ঘি-তে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি থাকে। শরীর এই অতিরিক্ত ক্যালোরিকে চর্বিতে পরিণত করে। এর ফলে স্থূলতা, হৃদরোগ, টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং স্ট্রোকের মতো ভয়াবহ রোগগুলির ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

ঘি-কফির উপকারিতা . শরীরের এনার্জি বৃদ্ধি। ক্যাফেইন তাৎক্ষণিকভাবে এনার্জি বৃদ্ধি করে। ঘি শরীরের পেশি ও হাড়ের দৃঢ়তা বাড়ায়। অগ্নিকে উদ্দীপিত করায় ঘি হজমে সাহায্য করে। ক্যাফেইন ও ঘি একসঙ্গে কাজ করায় শারীরিক বিপাকীয় হার বেড়ে যায়। মানসিক অস্থিরতা দূর করতে সাহায্য করে। কারা এই পানীয় এড়িয়ে চলবেন? উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত ব্যক্তিরা। হজমের সমস্যা রয়েছে এমন ব্যক্তিরা। যাদের ওজন অত্যাধিক কম বা বেশি। যারা নানারকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। মনে রাখবেন আপনার শরীর কোন খাবার কতটা গ্রহণে সক্ষম তা আপনার স্বাস্থ্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই, যেকোনও খাবার খাদ্যতালিকায় যোগ করার আগে ডায়েটিশানের পরামর্শ নিন। কতদিন তা পাতে রাখবেন বা রাখবেন না, তা জেনে নিয়ে তারপর তালিকায় যোগ করুন।

গরমকালে ঠান্ডা কোমল পানীয় নিত্যসঙ্গী

তৃষ্ণা মেটাতে বা খাবারের সঙ্গে অনেকেই কোল্ড ড্রিংক্স পান করে থাকেন। বিশেষ করে গরমকালে ঠান্ডা কোমল পানীয় যেন নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অভ্যাস দীর্ঘদিন ধরে চললে শরীরে ধীরে ধীরে নানা ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে শুরু করে। চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের মতে, প্রতিদিন কোল্ড ড্রিংক্স খাওয়া একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। ১. ওজন বৃদ্ধি ও স্থূলতা কোল্ড ড্রিংক্সে চিনি থাকে প্রচুর পরিমাণে। একটি ছোট বোতলেই প্রায় ৫—৭ চামচ চিনি থাকে, যা অতিরিক্ত ক্যালোরি জোগায়। এই ক্যালোরি শরীরে জমে গিয়ে ওজন বাড়ায় ও স্থূলতার কারণ হয়।

২. ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রতিদিন চিনি সমৃদ্ধ পানীয় খেলে শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। এর ফলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৩. হাড় ক্ষয় ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি কোল্ড ড্রিংক্সে থাকা ফসফরিক অ্যাসিড শরীর থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ কমিয়ে দেয়। এর ফলে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে, অস্টিওপরোসিস ও হাড় ভাঙার ঝুঁকি বাড়ে।

৪. দাঁতের ক্ষতি ও ক্যাভিটি এই পানীয়তে থাকা অ্যাসিড ও চিনি দাঁতের এনামেল ক্ষয় করে এবং ক্যাভিটির সৃষ্টি করে। শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি ক্ষতিকর।

৫. লিভারের ক্ষতি বেশি ফ্রুক্টোজ গ্রহণ লিভারে চর্বি জমার কারণ হতে পারে, যা ফ্যাটি লিভার ডিজিজ-এর ঝুঁকি বাড়ায়। রোজ কোল্ড ড্রিংক্স খাওয়ার ফলে লিভারের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে।

৬. ডিহাইড্রেশন ও জলশূন্যতা অনেকে ভুল করেন কোল্ড ড্রিংক্সকে জল ভেবে। এতে শরীরে পানি না গিয়ে বরং ডিহাইড্রেশন হতে পারে। কারণ এতে ক্যাফেইন বা সোডা উপাদান থাকে, যা ডিউরেটিক হিসেবে কাজ করে।

৭. কিডনির ক্ষতি নিয়মিত সোডা পান করলে কিডনিতে স্টোন বা অন্যান্য সমস্যার সম্ভাবনা বাড়ে, কারণ এতে ফসফরাস ও উচ্চ সোডিয়াম থাকে।

রোজ কোল্ড ড্রিংক্স খাওয়ার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ঠান্ডা লাগলেও, দীর্ঘমেয়াদে শরীরে নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে শিশু, কিশোর ও ডায়াবেটিস রোগীদের একেবারেই এড়িয়ে চলা উচিত। বিকল্প হিসেবে লেবুর জল, ডাবের জল, ফলের রস বা হালকা হার্বাল পানীয় গ্রহণ করাই অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

কেশচর্চায় কিশমিশের চমকপ্রদ উপকার

জেনে নিন কীভাবে কিশমিশ ভেজানো জল দিয়ে করবেন চুলের যত্ন। রান্নায় বা ড্রাই ফ্রুটস হিসেবেই নয় রূপচর্চাতেও কিশমইশ বিশেষ উপযোগী। এমনিতেই এই বর্ষায় চুলের সমস্যায় জেরবার সিংহভাগ মানুষ। জেনে নিন কীভাবে কিশমিশ ভেজানো জল দিয়ে করবেন চুলের যত্ন, রইল টিপস। কিশমিশ ভেজানো জলে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, যা শরীরে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করে। স্ক্যাল্পে রক্তসঞ্চালন বাড়ায়। তাই কিশমিশ ভেজানো জল ব্যবহার করলে চুল পড়ার সমস্যা অনেকাংশে কমে যায়। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা নতুন চুল গজাতে ও চুলের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। চুলের অকালপক্কতা রোধে, চুলের গোড়া মজবুত করতে কিশমিশ ভেজানো জল অপরিহার্য। এতে থাকা ভিটামিন সি চুলের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। চুলকে হাইড্রেটেড রাখতেও কিশমিশ ভেজানো জলের জুড়ি মেলা ভার। চুলে জট পড়ার সমস্যা, খুশকির সমস্যার সমাধান করে এই জল। আগের দিন রাতে একটি পাত্রে বেশ কিছুটা জল নিয়ে তাতে কয়েকটি কিশমিশ ভিজিয়ে রেখে দিন। পরের দিন শ্যাম্পুর পর এই জল অল্প অল্প করে চুলে দিয়ে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিন। ১০-১৫ মিনিট পর মাথায় রেখে ধুয়ে ফেলুন। শুধু তাই নয় এই জল টক দই, নারকেল তেল ও মেথির পেস্ট একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এরপর ৩০মিনিট এই ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি হেয়ারমাস্ক চুলে রেখে ধুয়ে ফেলুন।

মৌরি-মিছরি কখন-কীভাবে খেলে সারবে রোগভোগ

বিয়েবাড়ি হোক বা রেস্তোরাঁ, খাওয়ার পর বিলের সঙ্গে আসে মৌরি মিছরি অথবা মৌরি মশালার ট্রে। কব্জি ডুবিয়ে চব্য-চোষ্য খাওয়ার পর এই জিনিসটা না হলে যেন তৃপ্তি হয় না। অনেকে আবার বাড়িতে লাঞ্চ-ডিনারের পরও মৌরির কৌটো হাতড়ান। কিন্তু মৌরি মিছরি খেলে কি আদৌ কোনও লাভ হয়? আসুন জেনে নেওয়া যাক।

আয়ুর্বেদ বলছে, মৌরি মিছরির মিশ্রণ স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। ভরপেট খাওয়ার পর হজমে সাহায্য করে মৌরি মিছরি। এই দুই উপাদানই হজমশক্তি বাড়ায়। শরীরকে ঠান্ডা রাখে। পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপার থেকে মুক্তি দেয়। ফাইবার, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, সোডিয়াম, ক্যালশিয়ামের উৎস এই মশলা। মৌরিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট বৈশিষ্ট্য, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মৌরি খেলে গ্যাস এবং হজমের সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। মিছরিতে উপস্থিত জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রনের মতো খনিজ পদার্থ যা শরীরের জন্য অপরিহার্য। শারীরিক দুর্বলতা দূর করতেও এই মুখশুদ্ধির ভূমিকা রয়েছে। এটি রক্ত সঞ্চালনও উন্নত করে, বাড়ে ইমিউনিটি। পিরিয়ডের সময়ে মৌরি মিছরির জল ক্র্যাম্প কমাতে সাহায্য করে।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এক চামচ মিছরি এবং আধা চামচ মৌরি খেলে ঝরবে বাড়তি মেদ। এক কাপ গরম জলে মৌরি মিছরি মিশিয়ে পান করলে উপকার পাবেন। রাতে জলে মৌরি আর মিছরি

চোখ বাঁচাতে মেনে চলুন কিছু ফর্মূলা

দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে মোবাইল ফোন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়িয়েছে অভ্যেস। দিনের বেশিরভাগ সময়ই কাটে মোবাইলে। এমনকি খাবার সময় কিংবা ওয়াশরুমেও মোবাইল ঘাঁটতে থাকেন অনেকেই। মোবাইলের স্ক্রিনে যত বেশি সময়, তার চেয়ে বেশি গতিতে চোখের আয়ু কমতে পারে। অনেকেই হয়তো সেই উপসর্গগুলোকে গুরুত্বই দেন না। কী কী সমস্যা হতে পারে?

টানা বেশি সময় মোবাইল ঘাঁটার ফলে ডিজিটাল আই স্ট্রেন যেমন চোখ জ্বালা, ভারী হয়ে যাওয়া এবং ক্লান্তি হয়। অনেক সময় ঝাঁপসাও হয়ে আসে সবকিছু। ড্রাই আই সিনড্রোম অর্থাৎ চোখ শুকিয়ে যায়, এই সমস্যাকে গুরুত্ব না দিলে বড় রকমের সমস্যা হতে পারে।

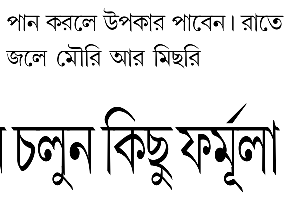

ব্লু লাইট ড্যামেজ বা সহজে বললে, মোবাইল থেকে যে নীল রশ্মি বেরোয় তা চোখের রেটিনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও মায়োপিয়া বা দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, ফোটোফোবিয়া বা হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় সমস্যা বাড়তে থাকে।

চোখ ভালো রাখতে ২০-২০-২০ ফর্মুলা ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতি ২০ মিনিট পর ২০ ফুট দূরের কোনও বস্তুর দিকে ২০ সেকেন্ড ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকুন। স্ক্রিন টাইম বা টানা মোবাইল ঘাঁটার অভ্যেস যত কমানো যায়, ততই ভালো। বারবার চোখের পলক ফেলুন, এতে চোখ শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা কমবে।

এই সবজিতেই পাবেন রোজকার প্রয়োজনের চার গুণ ভিটামিন

আজকাল অল্প বয়স থেকেই হানা দেয় একাধিক ক্রনিক রোগ। যা প্রতিরোধ করতে সঠিক খাদ্যাভাসের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের হাতের কাছে এমন কিছু খাবার রয়েছে যা শরীরকে সুস্থ করে তুলতে পারে। তেমনই একটি সবজি হল মিষ্টি আলু বা রাঙা আলু। এই আলুতে এমন কিছু গুণ রয়েছে যা শরীরের বিভিন্ন সমস্যা কমাতে সাহায্য পারে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আলু খেতে না পারলে বিকল্প হিসেবে খেতে পারেন রাঙা আলু। শুধু স্বাদই নয়, এই সবজির উপকারিতায় থাকবেন নীরোগ।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যতটা ভিটামিন এ প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেকটাই বেশি মিষ্টি আলু থেকে পাওয়া যায়। একটি মাঝারি আকারের মিষ্টি আলু থেকে নিঃসন্দেহেই প্রয়োজনের বেশি ভিটামিন এ পেয়ে যাবেন। ভিটামিন বি৬—ও পাবেন বেশ খানিকটা। তবে এতে ভিটামিন সি থাকলেও সেদ্ধ করার সময় উত্তাপে সেই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

রোজ একটি মিষ্টি আলু খেলে যে পরিমাণ ভিটামিন এ পাবেন, তা স্বাভাবিকভাবে ত্বক ও চোখ ভালো রাখার জন্য যথেষ্ট। ভিটামিন এ অ্যান্টি—অক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে। তাই মিষ্টি আলু খেলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। ত্বকের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে ভিটামিন এ। মিষ্টি আলুতে থাকা ভিটামিন বি৬ স্নায়ু সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

মিষ্টি আলু খেলে ব্লাড সুগার দ্রুত বাড়ে না। এই আলুতে রয়েছে অনেকটা ফাইবার। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, শরীরে গ্লুকোজের পরিমাণ ধরে রাখতে রাঙা আলু উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত রাঙা আলু খেলে শরীরে কোলেস্টরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, ভাল থাকে হার্ট।

ফাইবার সমৃদ্ধ রাঙা আলু ধীরে ধীরে পাচিত হয়। ফলে পেট ভরে তাড়াতাড়ি। যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন তাঁদের ভুল খাদ্যাভাসের প্রবণতা কমাতে পারে রাঙা আলু। ফাইবার থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা সমাধানেও কার্যকরী রাঙা আলু। এই আলুতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন যা পরবর্তীকালে ভিটামিন এ- তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই এই সবজি চোখ ও ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

রাঙা আলুতে অনেকটা পরিমাণে রয়েছে ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম। ফলে হাড়ের জন্য ভাল এই খাবার। এছাড়াও পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু সার্বিক সুস্থতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

সামান্য মশলা যোগ করে সাধারণ খাবারকেও অসাধারণ করে তোলা যায়

খুব সামান্য মশলা যোগ করে সাধারণ খাবারকেও অসাধারণ করে তোলা যায়। ভারতীয় রান্নায় এমন কিছু মশলা ব্যবহার করা হয়, যা শুধু স্বাদ নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও জরুরি। যার মধ্যে অন্যতম গোলমরিচ। বেশিরভাগ মানুষই খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য গোলমরিচ ব্যবহার করে থাকেন। চিনা খাবার হোক বা মাংসের স্যুপ, গোলমরিচের গুঁড়ো না দিয়ে খাওয়াই যায় না। কিন্তু জানেন কি গোলমরিচ শুধু স্বাদবর্ধকই নয়, খাবারের পুষ্টিও বাড়ায়। স্বাস্থ্যের জন্য গোলমরিচ খুবই উপকারী। গোলমরিচে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন ও খনিজ। শরীরের জন্য ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, সোডিয়ামে ভরপুর এই মশলার জুড়ি মেলা ভার। এছাড়াও গোলমরিচে উপস্থিত পিপারিন মেটাবলিসম এবং সেরোটোনিনের উৎপাদনও বাড়ায়। নিয়মিত খালি পেটে ৩-৪টে গোলমরিচ চিবিয়ে খেলে বহু শারীরিক সমস্যা সমাধান হয়। ১. গোলমরিচ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

এটির অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান রক্তে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত উপকারী। নিয়মিত খালি পেটে গোলমরিচ খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকে ডায়াবেটিস।

২. অতিরিক্ত ওজন কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেললে একসঙ্গে খান কাঁচা হলুদ ও গোলমরিচ। যা শরীরের অতিরিক্ত চর্বি গলাতে সাহায্য করে। রোজ সকালে খালি পেটে গরম জলে হলুদ, গোলমরিচ এবং আদা খেলে বাড়ে মেটাবলিসম।

৩. হলুদ ও গোলমরিচ একসঙ্গে ক্যানসারের বিরুদ্ধেও লড়তে পারে। হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন ক্যানসারের কোষ নষ্ট করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে হলুদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৪. কিছু খেলেই বদহজম হয়? ওষুধ লাগবে না। সকালবেলা এক চিমটে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে জল খেলেই কাজ হবে। গোলমরিচ হজমে সহায়ক উৎসেচকগুলি নিঃসৃত করতে সাহায্য করে। ৫. কাশি এবং সর্দি নিরাময়ে গোলমরিচ খুব কার্যকরী। রক্তে বিটা ক্যারোটিনের মাত্রা বাড়াতেও ভূমিকা রয়েছে গোলমরিচের। যাদের প্রায়ই ঠান্ডা লাগে বা হাঁচির সমস্যা রয়েছে, তাঁরা কয়েকটা গোলমরিচ রোজ চিবিয়ে খেলে উপকার পাবেন।

প্লেট থেকে ক্রমশ উধাও স্বাস্থ্যকর খাবার

একটা দীর্ঘ সময় ধরে বলা হত, ভারতীয়রা খাদরসিক। তবে সেটা স্বাস্থ্যকর খাবারের দিক থেকেই। ভাত, ডাল, রুটি, সব্জি, দই, মিষ্টি। কিন্তু সরকারের দেওয়া সাম্প্রতিক তথ্য এবং পরিস্থিতি ক্রমশ যেন উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের প্লেট থেকে উধাও স্বাস্থ্যকর খাবারের উপাদান। চমকে দেওয়ার মতোই তথ্য এই পরিসংখ্যানে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়রা যে খাবার খাচ্ছেন তাতে ফ্যাটযুক্ত খাবারের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। কিন্তু যথেষ্ঠ পরিমাণে ফাইবার থাকছে না।

হাউসহোল্ড কনসাম্পশন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২০২৪) রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের জনপ্রতি ৬৭.৩ গ্রাম ফ্যাট প্রতিদিন খাওয়া হচ্ছে। ২০১২ সালের তুলনায় যা

অনেক অনেক বেশি। তেমনই শাকসব্জি, ডাল এবং যে সমস্ত খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে, তা খাওয়ার প্রবণতাও কমেছে। পুষ্টির অভাবে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, এমনটাই বলছে তথ্য।

এর সমাধান কী হতে পারে?

বিষয়টি খুব সাধারণ মনে হলেও আদতে এতে সমস্যা বাড়ছে। খাবারে ভারসাম্য না আনলে যে এই সমস্যা বা বলা ভালো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়বে, বলাই যায়। এর সহজ সমাধান হতে পারে, বাড়িতে তৈরি পুষ্টিকর খাবারের দিকে ঝোঁকা। শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন জীবন যাপনেও পরিবর্তন আনা জরুরি। এক্সারসাইজ করা, কিছু না হলেও অন্তত হাঁটা এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, জল পান করা ভীষণ জরুরি।

রবিবার আগরতলায় বিধায়ক গোপাল রায় কংগ্রেসের পক্ষে এক জনসংযোগের আয়োজন করেন।

”বিকশিত অরুণাচল” ভিশনে যুব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু

নামসাই, ১৩ জুলাই: অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু জানিয়েছেন, ‘বিকশিত অরুণাচল’ ভিশনের মূল কেন্দ্রে রয়েছে যুব সমাজের সার্বিক বিকাশ। শনিবার রাতে নামসাইয়ে অনুষ্ঠিত ‘অরুণাচল আইডল ২০২৫’-এর গ্র্যান্ড ফিনালেতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, “আমরা শুধু প্রতিভার মঞ্চে নয়, নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও উদ্যোগের ক্ষেত্রেও যুব সমাজকে প্রস্তুত করছি।”

অরুণাচল আইডল-এর সপ্তম সংস্করণে তাওয়াং জেলার তেরিং সাভুপ বিজয়ী হন। প্রথম রানার আপ নির্বাচিত হন লংডিং জেলার জুলী টিক্কম এবং দ্বিতীয় রানার আপ হন লেপারাডা জেলার ডাকমো রিবা। বিজয়ীদের যথাক্রমে ৩ লক্ষ, ২ লক্ষ ও ১ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার এবং ট্রফি প্রদান করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১৬ সাল থেকে রাজ্য সরকার ‘অরুণাচল আইডল’, ‘মি. অরুণাচল’, ‘মিস অরুণাচল’, ‘মিসেস অরুণাচল’, ‘অরুণাচল গট ট্যালেন্ট’, ‘অরুণাচল সুপার ড্যান্সার্স’ এবং ‘অরুণাচল যুব সমন্বয়’-এর মতো সাতটি ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

তিনি বলেন, “এই ইভেন্টগুলিকে এখন পেশাদারভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতেও এগুলি টেকসই ও স্পনসরশিপ নির্ভর হতে পারে।”

খেলাধুলার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে [illegible]-র জাতীয় মানের ফুটবল স্টেডিয়াম-সহ বহু ইন্ডোর ও আউটডোর স্পোর্টস এরিনা তৈরি হয়েছে। ‘‘আমাদের ক্রীড়াবিদরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য পাচ্ছে, এবং আমরা তাদের আরও সুযোগ করে দিতে বদ্ধপরিকর,” তিনি জানান।

পেমা খান্ডু জানান, নতুন ফিল্ম পলিসি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং তা শীঘ্রই চালু হবে। এই নীতির মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিভা তৈরি, চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ এবং বলিউড ও দক্ষিণ ভারতীয় প্রযোজনা সংস্থাগুলিকে রাজ্যে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, ‘‘অরুণাচলের মানুষদের হিন্দি ভাষায় সাবলীলতা জাতীয়ভাবে যোগাযোগের অন্যতম শক্তি, যা মিডিয়া ও সিনেমা শিল্পে প্রবেশের পথ সহজ করে।”বলিউড অভিনেত্রী চুম দারাং-এর উদাহরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি অরুণাচলের যুবকদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন বলেন, ২০১৫ সালে অরুণাচল অরফান কেয়ার সোসাইটি আয়োজিত ”অরুণাচল আইডল” আজ একটি রাজ্যস্তরের সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। ২০১৮ সালে সরকার এটিকে অফিসিয়াল ক্যালেন্ডার ইভেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে।তিনি বলেন, ‘‘এই শো শুধুমাত্র একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং একটি আন্দোলনযা যুব সমাজের সৃজনশীল প্রকাশকে উৎসাহ দেয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।”তিনি যুবসমাজকে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে আহ্বান জানান এবং বলেন, ‘‘সরকার সর্বদা আপনাদের পাশে রয়েছে।”

মণিপুরে জঙ্গি দমনে জোরদার অভিযান: পাঁচ জঙ্গি গ্রেফতার, যানবাহন আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ

ইম্ফল, ১৩ জুলাই : মণিপুরে জঙ্গি সংগঠন ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী। ১১ ও ১২ জুলাই তারিখে ইম্ফল পূর্ব, থৌবাল ও বিষ্ণুপুর জেলায় সমন্বিত অভিযানে পাঁচ সক্রিয় জঙ্গি ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে একাধিক যানবাহনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। থৌবাল ড্যাম থানা এলাকার অন্তর্গত লাইখং অঞ্চল থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ-এর দুই সদস্যকে গ্রেফতার করে নিরাপত্তা বাহিনী। ধৃতদের নাম সাগোলসেম ললিত মেইতেই (৩৬), বাসিন্দা ইথাম মামাং লেইকাই এবং অহংশাংবম তোম্বা সিং, বাসিন্দা ইথাম ওয়াংমা লেইকাই।

এক পৃথক অভিযানে ইম্ফল পূর্ব জেলার পরমপট থানার অন্তর্গত কংপাল চিংগাংবম লেইকাই এলাকায় তার নিজ বাড়ি থেকে কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি -র সক্রিয় সদস্য খুমুকচাম আবোসানা সিংহ (২৪) কে গ্রেফতার করা হয়।

অন্যদিকে, থৌবাল থানার অন্তর্গত ওয়াংজিং বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় নিষিদ্ধ রেভলিউশনারি পিপলস ফ্রন্ট/পিপলস লিবারেশন আর্মি -এর সক্রিয় সদস্য মেইসনাম মাংলেমনগবা মেইতেই ওরফে চুমথাংখানবা বা নাওতোম্বা (২৭) কে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি থৌবাল ও বিষ্ণুপুর জেলায় চাঁদাবাজি, অর্থ দাবি এবং নতুন সদস্য নিয়োগের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি ও অর্থ ভর্তি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে।

১১ জুলাই বিষ্ণুপুর জেলার মোইরাং থানার অন্তর্গত ত্রোংলাওবি বাজার থেকে কেএসপি (তৈবাংগানবা) গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য থিনগুজম রমেশ সিং ওরফে অ্যালেক্স বা পিঙ্কি (৩১)-কে গ্রেফতার করা হয়। তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ জনগণকে হুমকি এবং চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ও দুটি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে, মণিপুর পুলিশ যানবাহন আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধেও অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ১২ জুলাই একদিনে মোট ২৪টি ট্রাফিক চালান ইস্যু করা হয়েছে, যার জরিমানা মূল্য ৪৩,৫০০ টাকা। ১১ জুলাই মোট ২৫টি গাড়ি আটক করা হয় যেগুলোর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, নম্বর প্লেট অনুপস্থিত ছিল। এছাড়া ১৬টি গাড়ি থেকে টিন্টেড ফিল্মও সরিয়ে ফেলা হয়। পুলিশ এবং প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যে শান্তি, আইন-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। জঙ্গি দমন এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে সরকার কঠোর অবস্থানে অনড় থাকবে বলে প্রশাসনের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

আইএমডির আবহাওয়া সতর্কতা: অসমসহ একাধিক রাজ্যে ভারী বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : ভারতীয় আবহাওয়া অধিদফতর উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য পাঁচ দিনের একটি বিস্তারিত আবহাওয়া সতর্কতা জারি করেছে। ১৩ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা জুড়ে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রঝড় ও বিদ্যুৎ চমকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। রবিবার গুয়াহাটির আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বিশেষ করে বন্যা ও ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় জনসচেতনতা এবং সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই আবহাওয়ার পেছনে সক্রিয় মনসুন প্রবাহ একটি প্রধান কারণ। বিকানোর থেকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত মনসুন ট্রাফ, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও পার্শবর্তী ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হওয়া একটি উপরের স্তরের ঘূর্ণাবর্ত এবং উত্তর হরিয়ানা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ রেখা সব মিলিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচুর আর্দতা এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি করছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই ১ থেকে ৪ সেমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে, যার মধ্যে সাটাকা, চান্দেল, সোনামুড়া, কাম্পুর, মাউসিনরাম, সোরা, তুরা, ইম্ফল, লংডিং, লাওংতলাই, সিপাহিজলা ও খাওজাওল উল্লেখযোগ্য।

আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রথম দুই দিনে অসম, মেঘালয় এবং অরুণাচলে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং বজ্রঝড়ের আশঙ্কাও থাকছে। তৃতীয় দিনে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে পারে এবং মিজোরাম, নাগাল্যান্ডেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। চতুর্থ দিনে মেঘালয়ে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ভূমিধসের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। পঞ্চম দিনেও মেঘালয় ও মিজোরামে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া অসমের কিছু অংশে তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকায় গরম ও আর্দতা বৃদ্ধি পাবে বলে জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর বন্যাপ্রবণ ও পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রতি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে কৃষক, শ্রমিক, পরিবহন চালক এবং খোলা জায়গায় কাজ করেন এমন ব্যক্তিদের আবহাওয়ার তথ্য অনুযায়ী নিজেদের কার্যসূচি নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা ও সতর্কতা মেনে চললে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে।

এদিকে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও আবহাওয়া সতর্কতা জারি হয়েছে। উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে, যেখানে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডে ১৩ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত লাতেহার, লোহারদাগা, সারাইকেলা-খরসাওয়ান, পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম, পালামু, চতরা, হজারিবাগ, কোডারমা, গিরিডিহ এবং দেবঘরে ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে যদিও রবিবার কোনও সতর্কতা ছিল না (গ্রিন অ্যালার্ট), তবে শনিবার বিকেলে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিছু এলাকায় ইয়েলো ও অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়। দিল্লির সাফদারজংয়ে ১২.৯ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে, যা শহরের অন্যান্য এলাকাতেও অনুভূত হয়েছে।

সার্বিকভাবে, উত্তর-পূর্ব ভারতে সক্রিয় মনসুন পরিস্থিতি কৃষিক্ষেত্রে ও জলসম্পদের জন্য যেমন আশীর্বাদ, তেমনি সম্ভাব্য দুর্যোগের ঝুঁকিও বহন করছে। তাই আবহাওয়া অধিদফতরের নির্দেশিকা অনুসরণ করে সাধারণ মানুষকে সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে থাকা প্রয়োজন।

গাঁজাসহ দুই মহিলা

● প্রথম পাতার পর

অভিযানে একটি নির্দিষ্ট ট্রেন থেকে দুই মহিলা যাত্রীর কাছ থেকে ২৩.৬৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা গাঁজার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৭.৯৩ লক্ষ টাকা।

জিআরপি থানা পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মহিলাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস (নার্কোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্সেস) আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং দ্রুত আদালতে পেশ করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনার মাধ্যমে আগরতলা রেল স্টেশনকে মাদক পাচারের একটি সম্ভাব্য রুট হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা আবারও প্রকাশ্যে এলো। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ দমনে তৎপর রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

তিনটি গাড়ি ও

● প্রথম পাতার পর

গাড়ি সহ টি আর ০৭ সি ৫৫৪৮ নাম্বারের বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে বিকট শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তর ও বাধারঘাট অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেয় প্রত্যক্ষদর্শিরা। আগরতলা ও বিশালগড় সড়ক বন্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল আটকে পড়ে বহু গাড়ি।

জানাযায় ইকো গাড়িটি দ্রুত গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারুতি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং মারুতি গাড়িটি ওয়াগন আর গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়। তার মধ্যে ইকো গাড়িটি উল্টে গিয়ে একটি বাইকের সাথে সংঘর্ষ হয়। তবে আগরতলা বিশালগড় সড়কে দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন যতই না ব্যবস্থা গ্রহণ করুক দুর্ঘটনা রোধ করা মোটেও সম্ভব নয় করতে পারছেন না ট্রাফিক দপ্তর এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিজেপির শাসনকালে দেশব্যাপী অঘোষিত ইমারজেন্সি চলছে ঃ নারায়ণা

● প্রথম পাতার পর

সিপিআই জাতীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কে নারায়না বলেন, সেপ্টেম্বর মাসের আগে প্রতিটি রাজ্যের রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন হচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত চন্ডিগড়ে সিপিআই সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরো বলেন, গোটা দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেদের ফ্যাসিস্টসুলভ শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের গণতন্ত্র হরণ করছে। বিভিন্ন দপ্তরকে নিজেদের মত করে চালাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোন কিছুই হচ্ছে না। তিনি বলেন বিজেপির শাসনে অঘোষিত ইমার্জেন্সি চলছে দেশে। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য দেশব্যাপী বিজেপির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার আহবান জানান তিনি।

চার মাসের শিশু সহ

● প্রথম পাতার পর

দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্বামী সবুজ মিয়ার হাতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে রবিবার বিকেলে তিনি তাঁর চার মাস বয়সী শিশুসন্তানকে নিয়ে বিশালগড় বাজার এলাকার ব্রিজের ওপর থেকে বিজয় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয় পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মা ও শিশুকে নদী থেকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে স্বামী সবুজ মিয়া ঘটনাস্থলে এলে উত্তেজিত জনতা তাকে ঘিরে ফেলে। বিশালগড় থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

বিশালগড় রাউৎখলা যুব সংস্থার ক্লাবের সম্পাদক সৈকত সাহা উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনায় অল্পের জন্য বিশালগড় একটি বড় কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেল বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আধ্যাত্মিক পর্যটন

● প্রথম পাতার পর

জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। রাজ্যের জি.ডি.পি. বাড়বে। বৈদেশিক মুদ্রার আগমনও বৃদ্ধি পাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পরিবহণ। ফলে পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদেরও আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন ঘটবে। রাজ্যে উৎপাদিত হস্ত ও কারু শিল্প সামগ্রীর বিক্রি বৃদ্ধি পাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পার্ক রাজ্যের জাতি-জনজাতি গোষ্ঠীর শিল্প, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, একদিন ৫১ শক্তিপীঠ পার্কের জন্য বনদুয়ারের নাম সারা দেশের সঙ্গে বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়বে। বনদুয়ার হয়ে উঠবে মহামিলন ক্ষেত্র। এই পার্কে স্থাপিত হবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় নটরাজ মূর্তি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। বিমানপথ, রেলপথ এবং সড়কপথে রাজ্যের সঙ্গে বহিরাজ্যের যোগাযোগ এখন খুবই উন্নত। ফলে পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য এখন কোনও অসুবিধায় পড়তে হয় না।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো উন্নয়ন। জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৬৭৪ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পানীয়জল, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য স্বসহায়ক দল কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৫৬ হাজার স্বসহায়ক দল রয়েছে। এরফলে মহিলারা স্বনির্ভর হচ্ছেন। কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ইকো ট্যুরিজমের উপর জোর দিয়েছে। এই লক্ষ্যে রোয়া, তৃষ্ণা, সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টেপানিয়া ইকো পার্ক, নারকেলকুঞ্জ, ছবিমুড়ায় পর্যটকদের থাকার জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত লগহাট নির্মাণ করা হয়েছে। রাজ্যে বিদেশি পর্যটকদের আগমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কসবা কালীবাড়ি মন্দির, অমরপুর চন্ডিবাড়ি মন্দির, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, সাব্রুমের মহামুনি পেগোডা, প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীদিনে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে রাজ্যে আরও ৫১টি লগহাট নির্মাণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ত্রিপুরার পর্যটন মানচিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে উদয়পুরের বনদুয়ারে পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে গড়ে উঠছে ৫১টি শক্তিপীঠের প্রতিরূপ। আগামীদিনে এই তীর্থস্থান ত্রিপুরাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। এই তীর্থস্থান হয়ে উঠবে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার এক মিলনক্ষেত্র। এখানে দেশ বিদেশের বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের আগমন ঘটবে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, এই শক্তিপীঠ পার্ক বনদুয়ার এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নেও ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সনাতন ধর্ম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। হিন্দু ধর্মের প্রসার ও বিকাশে ৫১ শক্তিপীঠ স্থাপন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পর্যটন শিল্পের প্রসার ও বিকাশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কাজ চলছে। ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রগুলি একদিন বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা প্রমুখ।

ভগবান হনুমানকে ‘সস্তামার্কা’ বলে কটুক্তি

● প্রথম পাতার পর

হনুমানকে “সস্তা মার্কা” বলে কটুক্তি করেন। তাঁর এই মন্তব্য বিভিন্ন মহলে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত বামপন্থীরা নিজেদের নাস্তিক দাবি করেন এবং ধর্ম মানেন না বলে পরিচিত। তবে, যারা ধর্মপ্রাণ এবং ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, তাদের বিশ্বাসে আঘাত করা সিপিআইএমের একটি পুরনো প্রবণতা বলে অভিযোগ উঠেছে। শংকর দত্তের এই মন্তব্য সেই অভিযোগকে আরও জোরালো করেছে এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগে সমালোচিত হচ্ছে। ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রয়োদশ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে, সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবহন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা। তবে, শংকর দত্তের বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে সম্মেলনের মূল বার্তা কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দিল্লিতে পড়ুয়া

● প্রথম পাতার পর

হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। পরে জানা যায়, স্নেহার সেই বন্ধুর সাথে সকালে তার দেখাই হয়নি। বরং স্নেহা একটি ক্যাব নিয়ে সোজা যায় সিগনেচার ব্রিজে যা একটি পরিচিত আত্মহত্যার স্থান। যেখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা কাজ করছিল না। ক্যাব চালক নিশ্চিত করেছেন যে তিনি তাকে ব্রিজের কাছে নামিয়ে দিয়েছেন। এদিকে, স্নেহার মোবাইলের শেষ লোকেশনও ছিল ওই এলাকাতেই।

স্নেহার পরিবার সামাজিক মাধ্যমে আবেগঘন আবেদন জানিয়ে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সরকারি হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন। এই ঘটনা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তিনি রাজ্য পুলিশকে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার নির্দেশ দেন। ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রীর কার্য্যালয় গোটা ঘটনার উপর নজর রাখছিলেন।

ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) ও দিল্লি পুলিশ মিলে নিগম বোধ ঘাট থেকে শুরু করে নয়ডা পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত তল্লাশি চালায়। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেন, সেদিন সকালে একটি মেয়ে ব্রিজের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবে সুনিশ্চিতভাবে স্নেহা বলে কেউ চিনতে পারেননি। অবশেষে গীতা কলোনি ফ্লাইওভারের নিচে যমুনা নদীতে এক অজ্ঞাত মরদেহ পাওয়া যায়, যাকে পরে স্নেহা দেবনাথ হিসেবেই শনাক্ত করা হয়।

স্নেহার গুরুতর অসুস্থ বাবা, একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সুবেদার মেজর যিনি ডায়ালিসিসে রয়েছেন। তিনি জানান, মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। যা নিয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তারা সিগনেচার ব্রিজে অকার্য্যকর সিসিটিভি ক্যামেরা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা জানান, যদি ক্যামেরাগুলো কাজ করত, তাহলে অন্তত তারা জানতে পারতেন যে স্নেহার সাথে কি ঘটেছিল। নেহার মৃত্যুর ঘটনাটি এখনো তদন্তসাপেক্ষ। তার সঙ্গে কি ঘটেছিল, কেন তার এ ধরনের পদক্ষেপ সে সম্পর্কে স্পষ্ট তো কিছুই বুঝতে পারছেন না স্নেহার মা বাবা। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে স্নেহার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় দুটি রাজ্যেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।।

মানিক সরকারের সভা

● প্রথম পাতার পর

তোলার কাজ তিনি করেছিলেন। এই এলাকায় গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক শক্তিশালী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাদল শীল। রাজ্যের সরকারে যে দলটি রয়েছে তারা নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের লড়াইয়ে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের বাছাই করে হত্যা করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যার মাধ্যমে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, মানুষের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য যারা লড়াই করছেন তাদেরকে শেষ করে দিয়ে ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখা যায়। বাদল শীলের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছিলেন, প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে শুরু করেছিলেন, তাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এই প্রতিবাদ রুখতে বাদল শীলকে খুন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, লুটের রাজত্ব যারা চালাচ্ছেন তারা মনে করেন, বাদল শীলের মতো নেতৃত্বরা যারা প্রথম সারির নেতা, অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, সংঘটিত করে তাদের সরিয়ে দিলে বোধহয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রুখে দেওয়া যাবে। কিন্তু এটি শাসকদলের শক্তির পরিচয় নয়, এটি দুর্বলতার পরিচয়। নিজেদের শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে শাসকদল ভীত সন্তস্ত্র, এই ঘটনাগুলি তারই প্রমাণ।

তাঁর কথায়, বিজেপি সরকার তাদের সমর্থন হারাচ্ছেন। গত ৯ জুলাইয়ের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট এর জ্যান্ত প্রমাণ। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। রাজ্যেও একই অবস্থা। টুয়েপের কাজ, রেগার কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। অনাহারে অর্ধাহারে সাধারণ মানুষ জীবন অতিবাহিত করছেন। যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাব, স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তলানিতে ঠেকেছে। রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে এই সরকার। এডিসি এলাকার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, তিপ্রা মথা দল এডিসি এলাকার ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়ে বসে আছে। কিন্তু এডিসি এলাকাতে কোন উন্নয়ন হচ্ছে। এ ডি সি এলাকার জনজাতি অংশের জনগণ কাজের অভাবে খাদ্যের অভাবে ভুগছে। এদিকে এডিসি নেতৃত্ব টাকা নিয়ে লন্ডনে যাচ্ছেন ফুর্তি করতে। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন বাদল শীল এর মত নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে সঠিক শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আন্দোলন সংঘটিত করতে হবে। বাদল শীলের মতো নেতৃত্বরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নকে সফল করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে বাদল শীলের মতো নেতৃত্বদের প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা জানানো হবে।

রবিবার চিত্তরঞ্জন ক্লাবের প্যান্ডেলের উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রাষ্ট্রপতির মনোনীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাজ্যসভায় মনোনয়ন উপলক্ষে অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই: ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভায় মনোনীত চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি একাধিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করেন ও তাঁদের সাংসদ জীবন শুভ হোক বলে আশীর্বাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই বিশিষ্ট আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, “আইন ও সংবিধানের প্রতি উজ্জ্বল নিকমের নিষ্ঠা অত্যন্ত অনন্য। বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ন্যায়ের জন্য লড়াই করেছেন তিনি। সাধারণ নাগরিকদের মর্যাদা রক্ষায় তাঁর অবদান অতুলনীয়। রাষ্ট্রপতির তরফে তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনীত করা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তাঁর সাংসদ জীবন শুভ হোক।”

পরবর্তী মনোনীত ব্যক্তি, সি. সদানন্দন মাস্টার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “অন্যায়ের সামনে মাথা না নোয়ানো ও সাহসিকতার প্রতীক হলেন শ্রী সি. সদানন্দন মাস্টার। সহিংসতা ও হুমকি সত্ত্বেও তিনি জাতীয় উন্নয়নে নিজের অঙ্গীকার বজায় রেখেছেন। শিক্ষক ও সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুব সমাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ প্রশংসনীয়। রাজ্যসভায় মনোনীত হওয়ার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও সাংসদ হিসেবে শুভকামনা জানাই।”

প্রাক্তন বিদেশ সচিব ও কূটনীতিক হর্ষবর্ধন শ্রিংলা-কে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা একজন দক্ষ কূটনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও কৌশলগত চিন্তাবিদ। ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ভারতের ও২০ সভাপতিত্বের সময়। রাজ্যসভায় মনোনীত হওয়ায় আমি আনন্দিত। তাঁর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনা সংসদীয় বিতর্ককে সমৃদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি।”

অবশেষে, ইতিহাসবিদ ডঃ মীনাক্ষী জৈনের মনোনয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ডঃ মীনাক্ষী জৈন-কে রাজ্যসভায় মনোনীত করা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তিনি একজন খ্যাতনামা গবেষক, ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ। শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর অবদান শিক্ষাক্ষেত্রকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সংসদীয় জীবন মঙ্গলময় হোক।”

এই চার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মনোনয়নকে দেশের সাংবিধানিক ও সামাজিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার দিকেই এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

নকল ও নিম্নমানের সার বিরোধী অভিযান চালানোর জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই: নকল ও নিম্নমানের সার রোধে রাজ্যগুলিকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি অনতিবিলম্বে সারের গুণমান নিশ্চিত করতে রাজ্যব্যাপী অভিযান চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, কৃষি হল ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড, এবং কৃষকদের আয় সুরক্ষিত রাখতে হলে মানসম্পন্ন সার সময়মতো ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা অত্যন্ত জরুরি। নকল ও নিম্নমানের সার কৃষকদের ক্ষতির কারণ হওয়ার পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মন্ত্রী জানান, কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নকল ও নিম্নমানের সার বিক্রি ফার্টিলাইজার (কন্টোল) অর্ডার, ১৯৮৫ অনুযায়ী নিষিদ্ধ, যা আবশ্যকীয় পণ্যের আইন, ১৯৫৫-এর অধীনে পড়ে। তাই এই বিষয়ে রাজ্যগুলিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশগুলির মধ্যে রয়েছে — প্রয়োজনীয় এলাকায় সারের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, ব্ল্যাক মার্কেটিং, অতিরিক্ত দামে বিক্রি ও ভর্তুকিযুক্ত সারের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিচারব্যবস্থাকে এলজিবিটিকিউআইএ অধিকার রক্ষায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হবে: প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সঞ্জয় কিশন কৌল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : ভারতের প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সঞ্জয় কিশন কৌল বলেছেন, দেশের বিচারব্যবস্থাকে এলজিবিটিকিউআইএ ব্যক্তিদের অধিকারের সুরক্ষায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, আইনি স্বীকৃতির পথে কিছু অগ্রগতি হলেও এলজিবিটিকিউআইএ সম্প্রদায়ের পূর্ণ অধিকার এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শনিবার রাজধানীতে কেশব সুরি ফাউন্ডেশন এবং বিদি সেন্টার ফর লিগ্যাল পলিসির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক নীতিগত সুপারিশ পত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বিচারপতি কৌল বলেন, ’ভারতের আইন প্রণয়নের পরিসরে এলজিবিটিকিউআইএ স্বীকৃতি কিছুটা অগ্রসর হলেও বহু গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক রয়ে গেছে। ‘কুইয়ার’ শব্দটির কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা এখনো ভারতীয় আইনে নেই এবং অ্যাসেক্সুয়াল ব্যক্তিদের সম্পর্কে নীতিগত স্তরে কার্যত কোনও স্বীকৃতিই নেই।’

তিনি জানান, ’নীতিগত কাঠামোতে এদের অন্তর্ভুক্ত না করায় তারা একেবারেই অদৃশ্য থেকে গেছেন। আইন তৈরি হলেও তা যদি প্রয়োগযোগ্য না হয় কিংবা স্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকে, তবে সেই আইন বাস্তবে কার্যকর হয় না।’

নিজের বক্তব্যে বিচারপতি কৌল সাম্প্রতিক টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, “যে সমাজে একজন নারী নিজের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নিলে তাকে এখনও হত্যা করা হয়, সেখানে কেবল সমকামী সম্পর্ক নয়, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাটাই হয়ে ওঠে চ্যালেঞ্জ।”

তিনি বলেন, “শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চলেও দেখা যায়, অন্তর্জাত বা আন্তঃ ধর্ম বিয়ের ক্ষেত্রে পরিবার নিজের সন্তানকে হত্যা করতে পিছপা হয় না। সম্প্রতি এমন একটি ঘটনায় এক বাবা নিজের মেয়েকে গুলি করে হত্যা করেছেএটি আমাদের সামাজিক মানসিকতার নির্মম চিত্র তুলে ধরে।”

তিনি বলেন, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সমাজ কল্যাণ ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক কয়েকটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেযেমন, কুইয়ার দম্পতিদের জন্য যৌথ রেশন কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং মৃত্যুর পর সঙ্গীর দেহ দাবি করার অধিকার।

তবে এই পদক্ষেপগুলির সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “এসব এখনো কেবলমাত্র প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ, কোনোটিই আইন দ্বারা সমর্থিত নয়। অর্থাৎ, যে কোনও সরকার এগুলো বাতিল করতে পারে, এবং এলজিবিটিকিউআইএ দম্পতিদের অধিকার আবারও ঝুঁকির মুখে পড়ে যেতে পারে।”

বিচারপতি কৌল আরও বলেন, “আজকের যুগে সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর্থিক প্রবেশাধিকার। কিন্তু এলজিবিটিকিউআইএ সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য ব্যবসা শুরু করা, বাড়ি কেনা বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার মতো প্রাথমিক চাহিদাও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কারণ পরিচয়পত্রে তারা তাঁদের সঠিক লিঙ্গ পরিচয় দেখাতে পারেন না।”

তিনি বলেন, ’এ এক অস্তিত্বগত চ্যালেঞ্জযেখানে একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার শুধু তার পরিচয় ও পছন্দের জন্য বাধার মুখে পড়ে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে সমাজ এবং রাষ্ট্রউভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আবশ্যক।’

তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, “ভারতের আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগে এখনও এলজিবিটিকিউআইএ ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে একটি স্থবিরতা রয়েছে। সমলিঙ্গ বিবাহ, সন্তান দত্তক নেওয়া বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকার নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট আইন নেই, যার ফলে তাঁদের ভবিষ্যৎ আজও অনিশ্চিত।”

তাঁর মতে, সরকারকে বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এগিয়ে আসতে হবে, যেন কুইয়ার অধিকার শুধুমাত্র আদালতের দরজায় সীমাবদ্ধ না থাকে।

তবে বিচারপতি কৌল আশার সুরেও কথা বলেন। তিনি বলেন, “দেশের শহরাঞ্চল এবং তরুণ প্রজন্ম অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা দেখাচ্ছে। যদিও গ্রামীণ সমাজে এখনও রক্ষণশীলতা বিরাজ করছে, কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়া শুরু হয়েছে।”

তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রকাশ্য সমকামী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হার্ভি মিল্কের কথা উদ্ধৃত করে বলেন, “আশা কখনও নীরব থাকবে না”“আশা কখনও নীরব থাকে না।’

প্রাক্তন বিচারপতি কৌলের বক্তব্যে স্পষ্ট, এলজিবিটিকিউআইএ সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা শুধুমাত্র নৈতিক বা সামাজিক ইস্যু নয়, এটি একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাঁর মতে, বিচারব্যবস্থা কেবলমাত্র ন্যায় বিচার করার মাধ্যম নয়, বরং সমাজে নতুন পথ দেখানোর এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার ব্যবহার করেই এলজিবিটিকিউআইএ সম্প্রদায়ের জন্য একটি সমতার পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব।

বিহার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অভিযানে বিদেশি নাগরিকের হদিস: ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না, জানাল নির্বাচন কমিশন

পাটনা, ১৩ জুলাই : বিহারে চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অভিযানের সময় গৃহভিত্তিক সমীক্ষায় নেপাল, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বিপুল সংখ্যক নাগরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, যাচাই-বাছাইয়ের পর এইসব বিদেশি নাগরিকদের নাম আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হতে যাওয়া চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

২৫ জুন শুরু হওয়া এই বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ভোটারদের হাতে বিতরণ করা গণনাফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ জুলাই। এরপর ১ আগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ১১ ধরনের নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যার মধ্যে আধার, ইপিক বা রেশন কার্ড নেই। তবে কমিশন জানিয়েছে, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দাবি-আপত্তি জমা দেওয়ার সময়কালেও নথি জমা দেওয়া যাবে।

গত ১০ জুলাই, বিহার এস আইআর নিয়ে একাধিক মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে আধার, ইপিক ও রেশন কার্ডকেও বৈধ নথি হিসেবে বিবেচনা করার পরামর্শ দেয়। আগামী ২৮ জুলাই ফের শুনানি নির্ধারিত হয়েছে, ঠিক খসড়া তালিকা প্রকাশের কয়েকদিন আগে।

নির্বাচন কমিশনের সূত্রে জানা গেছে, “বিহারে এস আইআর অভিযানের সময় গৃহভিত্তিক সমীক্ষায় বিএলও-রা নেপাল, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বহু নাগরিকের খোঁজ পেয়েছেন। যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় যুক্ত করা হবে না।”

শনিবার (১২ জুলাই) কমিশন জানায়, প্রায় ১০০ু গণনাফর্ম মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অধিকাংশ ভোটারের কাছে ফর্ম বিতরণও শেষের দিকে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৬ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৯৭টি ফর্ম জমা পড়েছে, যা মোট ভোটারের প্রায় ৮০.১১ু।

এই প্রক্রিয়া তদারকির জন্য মাঠপর্যায়ে কাজ করছেন ৩৮ জন জেলা নির্বাচন আধিকারিক, ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক এবং ৯৬৩ জন সহকারী ইআরও। তাঁদের তৎপরতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বিহারের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক।

বিহারে আসন্ন নির্বাচনে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের হাত ধরে উন্মোচিত হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের এবারের দুর্গাপুজোর থিম

আগরতলা, ১৩ জুলাই: সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যের হাত ধরে উন্মোচিত হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের এবারের দুর্গাপুজোর থিম। “শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি” এই থিমেই এবারে সেজে উঠবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের পুজোমন্ডপ। সাথে থাকবে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। আজ সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য এই থিম উন্মোচন করেন। পাশাপাশি এদিন এক স্বাস্থ্যশিবির ও অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্লাব প্রাঙ্গণে। মেগা এই স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার জনগণ বিনামূল্যে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব প্রতি বছর দুর্গাপূজার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেদের অবদান রেখেছে। চিত্তরঞ্জন ক্লাবের পূজোকে কেন্দ্র করে উত্তর জেলা থেকে দক্ষিণ জেলায় গোটা রাজ্যব্যাপী এক আলাদা উন্মাদনা কাজ করে। প্রতিবছর এত বিপুল জনসমাগম ঘটে এই পূজো মণ্ডপে, কিন্তু কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। খুব সুন্দরভাবে গোটা পূজাকে পরিচালনা করা হয়। ক্লাবের এবছরের থিম আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষায় এবং অতীতে যারা দেশ রক্ষায় আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে করা হচ্ছে, যা প্রশংসাযোগ্য।

কানওয়াড় যাত্রা, পবিত্র জলপথ থেকে নিরাপত্তা ও আদালতের পর্যবেক্ষণে এক আধ্যাত্মিক যাত্রার দিশা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়া হিন্দু ধর্মের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ‘কানওয়াড় যাত্রা’ এবার কেবল ভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, প্রশাসনিক ও আইনি দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সময় হাজার হাজার ভক্ত বিভিন্ন স্থান থেকে গঙ্গাজল সংগ্রহ করে ‘কানওয়াড়’ বহন করে শিব মন্দিরে ‘জলাভিষেক’ করতে যান। ভক্তরা মাংস, পেঁয়াজ, রসুন বর্জন করে নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। কিন্তু এ বছরের যাত্রা একটি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেছে, কারণ উত্তরপ্রদেশ সরকার এক নির্দেশিকায় যাত্রাপথে অবস্থিত দোকান ও রেস্তোরাঁগুলোকে মালিকের নাম ও পরিচয় প্রকাশকারী কিউআর কোড প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে।

এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অপূর্বানন্দ ঝা ও অন্যান্যরা সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন, যার শুনানি ১৫ জুলাই হবে বিচারপতি এম এম সুন্দ্রেশ এবং এন কোটিস্বর সিং-এর বেঞ্চে। পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, এই ব্যবস্থা পূর্ববর্তী স্থগিত আদেশের বিরোধিতা করে এবং এটি ধর্ম ও জাতি ভিত্তিক বৈষম্যমূলক প্রোফাইলিংয়ের শামিল। দোকানদারদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার এতে লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে দাবি।

অন্যদিকে, যাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পুলিশ কমিশনার সত্যেন্দ্র গুপ্তা একটি পর্যালোচনা বৈঠকে নির্দেশ দেন যে রুটে মোট ১৫০০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে। মূলত তিনটি যাত্রাপথ নির্ধারিত হয়েছেকালিন্দি কুঞ্জ থেকে আগ্রা ক্যানাল পর্যন্ত, বদরপুর বর্ডার থেকে আউটার বাইপাস হয়ে, এবং বদরপুর বর্ডার থেকে জাতীয় সড়ক ধরে। এই রুটগুলিতে নিয়মিত টহল চলবে, পাশাপাশি কুন্ডলি-গাজিয়াবাদ-পলওয়াল রোডে বিশেষ মোবাইল টিম কাজ করবে। শহরের বিভিন্ন অংশে ২৫টি চেকপয়েন্ট বসানো হয়েছে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে সেক্টর-১৪, তিগাঁও, শাহপুরা, মলেরনা চৌক ইত্যাদি। যাত্রাপথে ১২টি অ্যাম্বুলেন্স, ৮টি ফায়ার ব্রিগেড ও ৮টি ক্রেন প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সিসিটিভি ও ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে পুরো যাত্রাপথ নজরদারিতে রাখা হবে। সাদা পোশাকে পুলিশের টিম, কাওয়াড়িয়ার ছদ্মবেশে নিয়োজিত পুলিশ ও মহিলা নিরাপত্তার জন্য বিশেষ টিমও মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, দিল্লি, গুরগাঁও, পলওয়াল ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং কেউ গুজব বা উসকানিমূলক বার্তা ছড়ালে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সার্বিকভাবে, কানওয়াড় যাত্রা এ বছর একাধারে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে যেমন বহমান, তেমনই তা রাষ্ট্র, সমাজ ও বিচারব্যবস্থার একটি সংবেদনশীল সহাবস্থানের চিত্রও হয়ে উঠেছে। যাত্রাটি কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষতা, আইনি অধিকার এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি বাস্তব পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রামতীর্থ পাহাড়ে গুহা থেকে উদ্ধার রুশ নারী ও তার দুই কন্যা, ২০১৭-এ মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসা

গোকর্ণা, ১৩ জুলাই: উত্তর কানাড়া জেলার কুমটা তালুকের রামতীর্থ পাহাড়ের এক দুর্গম গুহা থেকে এক রুশ নারী ও তার দুই কন্যাকে উদ্ধার করেছে কর্ণাটক পুলিশ। ওই নারী ২০১৭ সালে মেয়াদ শেষ হওয়া একটি ব্যবসায়িক ভিসায় ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

পুলিশ থেকে জানা গিয়েছে, ৪০ বছর বয়সী ওই নারীর নাম নিনা কুটিনা, যিনি ‘মোহি’ নামেও পরিচিত। হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর আকর্ষণে তিনি রাশিয়া থেকে গোয়া হয়ে গোকর্ণায় এসেছিলেন। তার দুই কন্যা ৬ বছরের প্রেয়া ও ৪ বছরের আমা মায়ের সঙ্গে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে গভীর অরণ্যে একটি প্রাকৃতিক গুহায় একান্তবাসে ছিলেন। গুহার ভেতরে একটি রুদ্র মূর্তি রেখে মোহি প্রতিদিন পূজা ও ধ্যান করতেন বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার স্থানীয় পুলিশ একটি ভূমিধস সংক্রান্ত নিয়মিত টহল চালানোর সময় রামতীর্থ পাহাড়ের গুহার বাইরে কাপড় শুকাতে দেওয়া দেখতে পান। সন্দেহ হওয়ায় সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীধর ও তার দল গুহার ভিতর প্রবেশ করে মোহি ও তার সন্তানদের উদ্ধার করেন।

উত্তর কানাড়া জেলার পুলিশ সুপার এম নারায়ণ পিটিআই-কে জানিয়েছেন, “গুহার বাইরের দৃশ্য দেখে আমরা সেখানে যাই এবং ওই নারী ও তার সন্তানদের খুঁজে পাই। কীভাবে তারা খাদ্য সংগ্রহ করছিলেন, সেটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়।”

তিনি আরও বলেন, “ওই নারী সম্ভবত গোয়া থেকে হেঁটে গুহায় পৌঁছেছিলেন। তার ভিসার মেয়াদ ২০১৭ সালেই শেষ হয়েছে। ভারতে ঠিক কতদিন ধরে তিনি আছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।”

বর্তমানে মোহিকে একটি সাধ্বীর পরিচালিত আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোকর্ণা থেকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে গিয়ে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া এবং ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় একটি এনজিও-র সহযোগিতায় রাশিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সেন্ট অ্যান্থনিজ হোম হোস্টেলে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর পরিদর্শন, পরিকাঠামোগত ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ

আগরতলা, ১৩ জুলাই : রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ চম্পকনগরের বেলবাড়ি এলাকার সেন্ট অ্যান্থনিজ হোম হোস্টেল পরিদর্শন করেন। ছাত্রছাত্রীদের আবাসন, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য দৈনন্দিন ব্যবস্থার খোঁজখবর নিতেই তাঁর এই আকস্মিক পরিদর্শন।

পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা হোস্টেলে একাধিক সমস্যা চিহ্নিত করেন। বিশেষ করে হোস্টেলের পরিকাঠামোগত ঘাটতি নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী দেববর্মা জানান, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ শিক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। পরিকাঠামোগত দুর্বলতা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়াতেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

তিনি আরও জানান যে হোস্টেলের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং দ্রুত এই বিষয়গুলির সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হবে। মন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণে তাঁর সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং জানান যে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উন্নত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অরুন দেবের শহীদ দিবসে এসএফআই-এর রক্তদান শিবির, জনগণের স্বার্থে বাম ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগ

উদয়পুর, ১৩ জুলাই : উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী স্কুলের ছাত্র অরুন দেবের ৩৫তম শহীদান দিবস উপলক্ষে আজ এসএফআই উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের এই জনস্বার্থমূলক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকে। এদিন শিবিরের আয়োজকরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন যে, রাজ্যে বর্তমানে তীব্র রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীরা যখন মেলা, খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময়ে এই সংকট মোকাবিলায় এবং জনগণের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যেই এসএফআই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। তাঁরা আরও জানান, আজকের এই শিবিরে ছাত্রছাত্রীরাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রক্তদান করেছে।

আয়োজকরা দৃঢ়তার সাথে বলেন, ব্লাড ব্যাংকে যখনই রক্তের প্রয়োজন হবে, এসএফআই কর্মীরা সর্বদাই রক্তদান করতে প্রস্তুত থাকবে।

বেকারত্ব বৃদ্ধি, ডিওয়াইএফআই-এর কর্মশালা ও আন্দোলনের ডাক

আগরতলা, ১৩ জুলাই: বেকারত্ব মুক্তির দাবিতে এবং বর্তমান সরকারের আমলে ব্যাপক হারে বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই) ছাত্র যুব ভবনে একদিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় বেকারত্ব সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক হিমগ্ন রাজ ভট্টাচার্য্য।

তিনি তার বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার পর বর্তমান নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলেই দেশে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই সরকারের আমলে বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবি আদায়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।

হিমগ্ন রাজ ভট্টাচার্য্য আরও বলেন যে, যুব সমাজের এই গভীর সংকট থেকে মুক্তি পেতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। ডিওয়াইএফআই এই বিষয়ে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত বেকার যুবক-যুবতীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অঙ্গীকার করেন। এই কর্মশালা থেকে বেকারত্ব সমস্যা মোকাবিলায় এবং যুবকদের কর্মসংস্থানের দাবিতে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার বার্তা দেওয়া হয়।

আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী সেমিনারের সমাপ্তি হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের আগরতলা শাখার উদ্যোগে আগরতলা কলেজটিলা আনন্দমার্গ স্কুলে তিনদিনব্যাপী সেমিনারের সমাপ্তি হয়েছে। ১১, ১২, ১৩ই জুলাই আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের আগরতলা শাখার উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো আগরতলা কলেজ টিলায় অবস্থিত আনন্দমার্গ স্কুলে।

সেমিনারের আযোজক ছিলেন আগরতলা ডায়সিস সচিব আচার্য্য কৃতাত্মানন্দ অবধূত, মহিলা বিভাগের ডায়াসিস সচিব অবধূতিকা আনন্দ কৃষ্ণধ্যানা আচার্য্যা ও সংগঠক আচার্য্য গুরুধ্যানানন্দ অবধূত।তিন দিনের এই সেমিনারে আনন্দমার্গ দর্শনের সামাজিক অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষযে আলোচনা করেন কলকাতা থেকে আগত আচাম শুভদীপানন্দ অবধূত ও আচার্য্য মন্ত্রসিদ্ধানন্দ অবধূত।

আলোচনার মূল বিষয় ছিল বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে চাই আধ্যাত্মিক জাগরণ ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে বিকেন্দ্রিত সুসন্তলিভ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে হবে। আনন্দমার্গ দর্শনে এর সুস্পষ্ট ও বাস্তবমুখী বিজ্ঞানসম্মত পথ নির্দেশনা আছে।তিন দিনের আলোচনা সভায় আগরতলা ডায়াসিসের শতাধিক মার্গী ভাইবোন অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১২ তারিখ অপরাহ্নে একটি কীর্তন শোভাযাত্রা আগরতলা শহর পরিক্রমা করে।

জনসম্পর্ক অভিযানে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, ‘স্মার্ট মিটার’ ও সরকারি প্রতিশ্রুতি নিয়ে কটাক্ষ

আগরতলা, ১৩ জুলাই : আজ ভলকান ক্লাব এলাকার ২২ নং বুথে জনসম্পর্ক অভিযান চালালেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। গতকাল পূর্ব থানায় ফোন করেও নিরাপত্তা না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। তবে আজ ২২ নং বুথে জনসম্পর্ক অভিযানের সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর উপস্থিতি ছিল, যার জন্য বিধায়ক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি মুখ খোলেন। বিশেষ করে ‘স্মার্ট মিটার’ নিয়ে আবারও সরব হন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এখন শুধু বলার বাকি রয়েছে যে তারা জনগণকে চাঁদে নিয়ে বাড়ি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেবে এবং ত্রিপুরার জনগণের জন্য চাঁদে তারা বেড়াবে!

বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এই মন্তব্যের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ওপর তাঁর অসন্তোষ এবং জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার অভাবকে তুলে ধরেছেন। জনগণের সমস্যার সমাধান এবং প্রতিশ্রুত উন্নয়ন কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে তিনি সরব থাকবেন বলেও জানান।

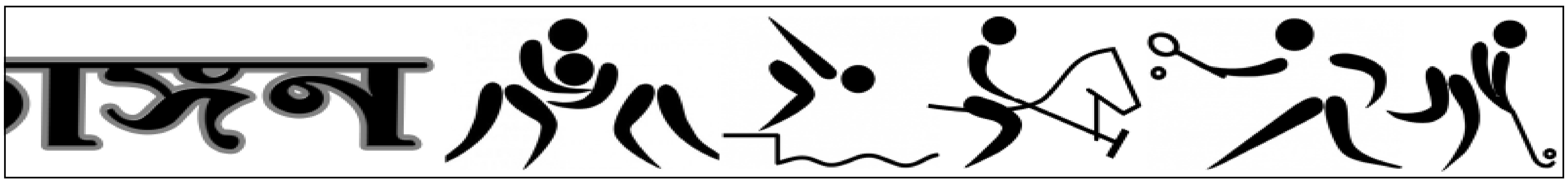

রাজ্য ফুটবল সংস্থার পাশে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের ফুটবলের উন্নতির জন্য আবারও রাজ্য ফুটবল সংস্থার পাশে দাড়ালো শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। এবারও ওই সংস্থার উদ্যোগে হতে চলেছে ”চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল লিগ”। আয়োজন করছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ২৫ জুলাই থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টটি শুরু হতে চলেছে।১৯৬৮ সালে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। টিএফএ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) এর সদস্য এবং এর চারটি বিভাগ রয়েছে, যেমন - এ, বি, সি এবং মহিলা, যাদের যথাক্রমে ১০, ১০, ১৮ এবং ৮ সদস্য ক্লাব রয়েছে।”চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল লিগ” হলো ”এ” ডিভিশন লিগ টুর্নামেন্ট-যেখানে ১০টি সদস্য ক্লাব এবার ট্রফির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।এই টুর্নামেন্টটি গৌর চন্দ্র সাহার স্মৃতিতে উৎসর্গকৃত। গৌর চন্দ্র সাহা ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহ-সভাপতি। তিনি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের-ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সব সময় ফুটবলের মতো একটি খেলাকে সম্পূর্ণ ভাবে ও সব দিক দিয়ে সমর্থন করে গিয়েছেন।রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ‘শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল লিগ’ এর শুভ সূচনা ঘোষণা করা হয়। এদিন উপস্থিত সবার সঙ্গে মাঠে কী কী হতে চলেছে সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার সভাপতি প্রণব সরকার, রাজ্য ফুটবল সংস্থাঐর সচিব অমিত চৌধুরী, লিগ কমিটির আহ্বায়ক তপন সাহা ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর তথা কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সচিব রূপক সাহা।ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার বলেন, ’এ বছরের টুর্নামেন্ট ঘোষণা করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত।”” তিনি আরও বলেন, ’বরাবরের মতো, আমরা এমন এক টুর্নামেন্ট উপহার দিতে চলেছি যেখানে শুধু ফুটবলই বিজয়ী হবে।’ তার মতামতকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন অমিত চৌধুরী। তিনি বলেন, “এবারের শ্যাম সুন্দর চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সব দলকে নিয়ে ২৪ জুলাই এক বর্ণময় প্রভাত ফেরির পরিকল্পনা করা হয়েছে ”। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, ’ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা গৌর চন্দ্র সাহা ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং খেলার সক্রিয় সমর্থক। ত্রিপুরা ফুটবলের উন্নয়নে তার ভূমিকা কোনোদিনই ভুলবার নয়।”

তিনি আরও বলেন, ’ টুর্নামেন্টের মান বাড়ানোর জন্য এবার ”ম্যান অফ দ্য ম্যাচ”, ”ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট”, ”সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়”, সর্বোচ্চ স্কোরার, টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক, ”সেরা রেফারি” এবং ”সেরা কোচ”-কে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তাঁদের সকলের জন্য স্মারক ও নগদ পুরস্কার থাকছে।’ চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল লীগকে সফল করার জন্য টি এফ এ সভাপতির হাতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের তরফ থেকে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর তরফ থেকে ২৫ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টে সবাইকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদিকে রাজ্য ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিবের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে কালিপূজোর আগে যাতে ত্রিপুরা একাদশের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার ব্যাবস্থা করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

র‍্যাটিং দাবায় আবারও সাফল্য সোনার মেয়ে আরাধ্যা দাসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাফল্য পেলো পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ কেন্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। কলকাতায় অনুষ্ঠিত চেকমেট আন্তর্জাতিক ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১১ বিভাগের প্রথম স্থান অর্জন করলো ত্রিপুরার আরাধ্যা। ৯ রাউন্ডে সাড়ে পাঁচ পয়েন্ট অর্জন করে। এর মধ্যে চারটি ম্যাচে জয়, তিনটি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ এবং দুটি ম্যাচে পরাজিত হয় সে। বালিকাদের অনূর্ধ ১১ বিভাগে সেরা হওয়ার সুবাদে ১০ হাজার টাকা প্রাইজমানি পেলো আরাধ্য। আসরের সাড়ে সাত পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছেন পশ্চিম বাংলার আলোখ্য মুখোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে এ খবর জানান আরাধ্যার বাবা অনুজ দাস। মেয়ের পারফরম্যান্স খুশি তিনি। তবে আরও একটু ভালো ফলাফলের আশা করেছিলেন। এবারের সাফল্য আগামীদিনে আরও ভালো খেলতে সহায়তা করবে আরাধ্যাকে বলে মনে করছেন তিনি।

ত্রিপুরা গলফ এসোর নতুন কমিটি গঠন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ক্রীড়া দপ্তর ও ক্রীড়া পর্ষদের অনুমতিক্রমে রাজ্যে রয়েছে বহু ক্রীড়া সংগঠন। যে সংগঠন গুলি রাজ্যের তৃণমূলস্তর থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে এনে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এবার এই তালিকায় নতুন করে যুক্ত হল গলফ। রবিবার আগরতলায় এক বিশেষ সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ হয় ত্রিপুরা গলফ এসোসিয়েশন। এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনীত হলেন ডেভিড দেববর্মা। রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি গলফের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন কমিটি আগামীদিন কাজ করবে।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রেসক্লাব আয়োজিত প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমবারের মতো আয়োজিত প্রেসক্লাব প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে ওয়ারিয়র্স টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে প্যানথার্স টিম। জয়, পরাজয়, চ্যাম্পিয়ন, রানার্স বিষয়গুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, তবে দিনভর কলম-ক্যামেরা ব্যাগে রেখে ফুটবল নিয়ে প্রতিযোগিতমূলক ক্রীড়া বিনোদনের আনন্দটাই আলাদা। সকাল সাড়ে নয়টায় স্থানীয় ক্ষুদিরাম বসু মেমোরিয়াল স্কুল গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে সুমন ঘোষের নেতৃত্বাধীন ফাইটার্স টিম ন্যূনতম গোলে লায়ন্স টিমকে পরাজিত করেছে। জয় সূচক গোলটি করেন স্ট্রাইকার অভিজিৎ মজুমদার।

দ্বিতীয় ম্যাচটি ওয়ারিয়র্স বনাম প্যান্থার্স-এর মধ্যে গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তৃতীয় ম্যাচে প্রসেনজিৎ সাহার নেতৃত্বাধীন লায়ন্স টিম ন্যূনতম গোলে প্যানথার্স টিমকে পরাজিত করে দুর্দান্ত কাম-ব্যাক করেছিল। লায়ন্স-এর কিংকর শীল জয় সূচক গোলটি করেন। ওয়ারিয়র্স বনাম ফাইটার্স এর মধ্যে পঞ্চম ম্যাচটি ফের ১-১ গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। নিজেদের পরপর দুটি ম্যাচ ড্র হলেও তৃতীয় ম্যাচে মিল্টন ধরের নেতৃত্বাধীন ওয়ারিয়র্স টিম ন্যূনতম গোলে লায়ন্স টিমকে পরাজিত করে সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে নেয়।

জয় সূচক গোলটি করেন অমিত দেববর্মা।

লীগের শেষ ম্যাচে সন্তোষ গোপের নেতৃত্বাধীন প্যান্থার্স টিম ৪-০ গোলের ব্যবধানে ফাইটার্স টিমকে পরাজিত করে রানার্স খেতাব জিতে নেয়। অধিনায়ক সন্তোষ গোপ হ্যাটট্রিক করার মধ্য দিয়ে সর্বাধিক গোলদাতার ট্রফিও পেয়েছেন।

ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার পেয়েছেন অমিত দেববর্মা। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন স্বপন মিয়া। প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, সহ-সম্পাদক অভিষেক দে ও কমল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, স্পন্সরর তথা রাঁধাকৃষ্ণ জুয়েলারির কর্ণধার নারায়ণ দেবনাথ প্রমূখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরো টুর্নামেন্টকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এক দিবসীয় এই প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিত করে তোলার পেছনে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা রেফারিস এসোসিয়েশন, শিক্ষা দপ্তর, ক্ষুদিরাম বসু মেমোরিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ, মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্সে আইএলএস হসপিটাল, স্পন্সরর হিসেবে স্বপ্ননীর রিয়েলেটর, রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

শিল্ডের লড়াইয়ে নামার আগে কল্যাণ সমিতির জার্সি স্পন্সর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে এখন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাখাল শীল্ড নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। দীর্ঘদিন বাদে এবারের এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে কল্যাণ সমিতি। গেল বছর ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন কল্যাণ সমিতি এবছর সিনিয়র প্রথম ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট অংশ নেবে। আর সেই সুবাদেই এবছর নক আউট খেলার যোগ্যতা অর্জন করে দল। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আগামীকাল সোমবার প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা। প্রশিক্ষক আবু তাহেরের তত্ত্বাবধানে এ বছর মাঠে নামবে কল্যাণ সমিতি। রাজ্যের ও বহির রাজ্যের এক ঝাঁক ফুটবলারকে নিয়ে ফুটবল প্রেমীদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে দল গঠন করা হয়েছে। তাই নক আউট এর গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের একদিন আগে দলের ফুটবলারদের হাতে জার্সি তুলে দিলেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। রবিবার দুপুরে ক্লাব গৃহে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ফুটবলারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জার্সি। আর এই জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সুশান্ত পাল, সম্পাদক শ্যামল কুমার দেব, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, দলের প্রশিক্ষক আবু তাহের সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে এদিন সমিতির সম্পাদক শ্যামল কুমার দেব জানান দল গঠনে ক্লাবের খরচ হয়েছে ২২ লক্ষ টাকা। রাজ্যের ও বহির রাজ্যের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে নিয়েই দল গঠন করা হয়েছে।প্রত্যাশা ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা ময়দানে দিয়ে দলকে সাফল্যের লক্ষ্যে নিয়ে যাবে।

জুনিয়র ফুটবলারদের দল নাইন বুলেটস নেশামুক্ত স্লোগান যুক্ত জার্সি উন্মোচন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লক্ষ্য মুখ্যত চ্যাম্পিয়ন হওয়া নয়। লক্ষ্য ফুটবল প্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেওয়া। পাশাপাশি যুব সমাজকে মাঠমুখি করা। ওই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ বছর দল গড়লো নাইন বুলেটস ক্লাব। এক ঝাঁক জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়ে এবার গড়া হয়েছে দল। রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেবে ওই জুনিয়র ফুটবলাররা তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন ওই ক্লাবের ম্যানেজার প্রকাশ দেববর্মা। রবিবার বিকেলে ক্লাব প্রাঙ্গণ অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের ফুটবল দলের জার্সি উন্মোচন করা হয়। এবছর ক্লাবরে জার্সি স্পনসর করেছেন গোলাঘাটি বিধানসভার বিধায়ক মানব দেববর্মা। ‘নেশা মুক্তি করে ফুটবল ফুটবল মাঠে ফিরে আসো’ ওই স্লোগানকে সামনে রেখেই এবার গড়া হয়েছে দল। ক্লাবের জার্সিতেও তা লিখা হয়েছে। এবছর মনিপুরের সাতজন ফুটবলার দলে থাকলেও বর্তমানে মাত্র দুজন ফুটবলার যোগ দিয়েছেন। বাকি পাঁচজন ফুটবলার সিনিয়র লীগে যোগ দেবে বলে জানান দলের ম্যানেজার। এছাড়া দলে রয়েছেন মিজোরামের পাঁচজন ফুটবলার, কালিংপংয়ের দুজন, শিলিগুড়ি দুজন এবং ঝাড়খণ্ডের দুজন ফুটবলার।

ক্লাবকে নেতৃত্ব দেবেন ভূমিপুত্র শিবা দেববর্মা। সাদা- লাল জার্সি পড়ে এ বছর দলের হয়ে খেলবেন মনীষ সিং, রবিন সিং ,মনীষ দেববর্মা, শিবা দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দেববর্মা, শাসন কুমার জমাতিয়া, নাইসিন জামাতিয়া, দীপঙ্কর দেববর্মা , বিকাশ ওরাং, সাগর ওরাং ,প্রীবেশ রাই, লাভোপ লেপচা, ডেভিড , আমুজ, জুয়ালা, মোজেস, রেমা এবং সুমন্ত প্রামাণিক। দলের কোচ প্রাক্তন ফুটবলার রাজীব ঘোষ। ১৫ জুলাই রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নাইন বুলেটস ক্লাব খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি ভাস্বতি দেববর্মা, সচিব অপু সরকার সুর এবং গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মানব দেববর্মা।

চির প্রতিদ্বন্দী এগিয়ে চল সংঘকে হারিয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাব রাখাল শীল্ডের সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফরোয়ার্ড ক্লাব সেমিফাইনালে পৌঁছলো। ১০ দলীয় টুর্নামেন্টে প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। আগামী ১৫ জুলাই তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে নাইন বুলেটস ক্লাব এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের মধ্যে যে দল জয়ী হবে অর্থাৎ সেমিফাইনালে পৌঁছুবে তাদের সঙ্গেই ফরোয়ার্ড ক্লাব প্রথম সেমিফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আজ, রবিবার ফরোয়ার্ড ক্লাব ২-০ গোলের ব্যবধানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এগিয়ে চল সংঘ কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উত্তেজনাপূর্ণ এবং হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর তিন মিনিটের ব্যবধানে পর পর দুজন স্ট্রাইকার দুটি গোল করে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে একদিকে জয় এবং অপরদিকে সেমিফাইনালের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

খেলার ৪৮ মিনিটের মাথায় নিনথোজাম প্রীতম সিং এবং ৫১ মিনিটের মাথায় ইয়ামি লং ওয়া পরপর দুটি গোল করেন। খেলার শুরু থেকেই টানটান উত্তেজনায় দু দলের দুজন করে চারজন ফুটবলারকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি ধনেশ শাহ হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ - কল্যাণ সমিতি বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

উত্তেজনা, মেজাজ হারালেন ইংরেজ ব্যাটারদের ‘টিলেমি’তে ক্ষুব্ধ গিল

কে বলেছে বিরাট জমানার আগ্রাসন নেই ভারতীয় ক্রিকেটে! কে বলেছে অধিনায়ক হিসাবে ‘দুর্বল’ চরিত্রের শুভমান গিল! শনিবার রাতে তিনি যে কাণ্ডটি ঘটালেন তাতে আর যা-ই হোক গিলকে ‘দুর্বল’ বলা যাবে না। লর্ডসে তৃতীয় দিনের শেষ ওভারে ইংরেজ ব্যাটারদের রীতিমতো মারকাটারি মেজাজে তেড়ে গেলেন ভারত অধিনায়ক। এমনকী, দুই ইংরেজ ওপেনারকে গালাগালও করতে শোনা গেল তাঁকে। এর নেপথ্যে আবার আইপিএলের যোগ দেখছেন সুনীল গাভাসকর। তিনি মনে করছেন অধিকাংশ ইংরেজ তারকা আইপিএল খেলেন না। তাই সেভাবে ইংরেজদের সঙ্গে সখ্য নেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের। সেটাই এই ধরনের বিবাদের কারণ।

ঠিক কী হয়েছিল শনিবার শেষ ওভারে? আসলে প্রথম ইনিংসে অল আউট হওয়ার পর যেটুকু সময় বাকি ছিল তাতে অন্তত দু’ওভার বল করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ভারতীয় শিবিরের। দিনের শেষদিকে নতুন বলের সুইং সামলানোটা যে কোনও ব্যাটেরের পক্ষেই চাপের। সে কারণেই কোনওভাবে দ্বিতীয় ওভার বল করার সময় যাতে ভারত না পায়, বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলিরা সেটা নিশ্চিত করতে চাইছিলেন। তাই নানা আছিলায় সময় নষ্টের চেষ্টা করেন তাঁরা। তাতেই রেগে যান ভারত অধিনায়ক।

‘স্টুপিড, স্টুপিড, স্টুপিড !’

চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া সফরে ঋষভ পন্থকে ‘স্টুপিড, স্টুপিড, স্টুপিড’ বলেছিলেন সুনীল গাওস্কর। পন্থের আউট হওয়ার ধরনে খুশি হতে পারেননি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। পরে ইংল্যান্ড সফরে অবশ্য তা বদলে যায়। পন্থের খেলা দেখে ‘সুপার্ব, সুপার্ব, সুপার্ব’ বলতে বাধ্য হন তিনি। তবে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্টে লর্ডসে আবার সেই কথা শোনা গেল গাওস্করের মুখে। এ বার কাকে সে কথা বললেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার?

এ বার অবশ্য কোনও ক্রিকেটার গাওস্করের নিশানায় ছিলেন না। এ বার তিনি নিজেকেই বোকা বলেছেন। তার কারণও রয়েছে। লর্ডসে তৃতীয় দিন চা বিরতির সময় সঞ্চালক সঞ্জনা গণেশনের সঙ্গে কথা বলছিলেন গাওস্কর। বিরতির কিছু ক্ষণ আগে বেন স্টোকসের একটা বল নীতীশ রেড্ডির হেলমেটে লাগে। সেই বিষয়েই কথা হচ্ছিল দু’জনের মধ্যে। সঞ্জনা গাওস্করকে তাঁর খেলার সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কী ভাবে বিনা হেলমেটে গাওস্কর ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসারদের সামলেছেন সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চান তিনি।

গাওস্কর জানান, তিনি প্রথমের দিকে খালি মাথায় খেললেও কেরিয়ারের শেষ দিকে একটা হেডগিয়ার (কপাল ঢাকার আবরণ) পরতেন। তিনি বলেন, “শুরুর দিকে তো কিছুই পরতাম না। বলের দিকে নজর রাখতাম। বাউন্সার দিলে ঝুঁকে পড়তাম। তবে শেষ কয়েক বছর একটা হেডগিয়ার পরতাম। মাইক ব্রিয়ারলিকে কাউন্টি ক্রিকেটে পরতে দেখেছিলাম।

প্রথম নয়, এর আগে ২১৬৮ টেস্টে ৮ বার টাই হয়েছে প্রথম ইনিংস !

লর্ডসে সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই হচ্ছে। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড করেছিল ৩৮৭ রান। ভারতের প্রথম ইনিংসও শেষ হয়েছে সেই ৩৮৭ রানেই। তবে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্টেই এই ঘটনা প্রথম বার হয়নি। এর আগে ২১৬৮ টেস্ট খেলা হয়েছে। তার মধ্যে আট বার এই ঘটনা ঘটেছে। শেষ বার হয়েছে ২০১৫ সালে। ১০ বছর আগে।

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইংল্যান্ড (ডারবান, ১৯১০)

১১৫ বছর আগে প্রথম বার এই ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিল ১৯৯ রান। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসও শেষ হয়েছিল ১৯৯ রানে। শেষ পর্যন্ত ৯৫ রানে ম্যাচ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (কানপুর, ১৯৫৮)

এই ঘটনা ভারতের ম্যাচে আগেও হয়েছে। কানপুরে এই টেস্টে প্রথমে ব্যাট করে ২২২ রান করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতও জবাবে ২২২ রান করেছিল। শেষ পর্যন্ত ২০৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারতে হয়েছিল ভারতকে।

নিউ জিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান (অকল্যান্ড, ১৯৭৩)

বিদেশের মাটিতে খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৪০২ রান করেছিল পাকিস্তান। জবাবে নিউ জিল্যান্ডও প্রথম ইনিংসে ৪০২ রান করেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাচ ড্র হয়েছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া (জামাইকা, ১৯৭৩)

একই বছর একই মাসে দুই টেস্টে প্রথম ইনিংস টাই হয়েছিল। এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ৪২৮ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজও একই রান করেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই খেলাও ড্র হয়েছিল।

ইংল্যান্ড বনাম ভারত (বার্মিংহাম, ১৯৮৬)

ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে আগেও এই ঘটনা ঘটেছিল। ৩৯ বছর আগে সেই টেস্টে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে ৩৯০ রান করেছিল ইংল্যান্ড। জবাবে ভারতও ৩৯০ রান করেছিল। সেই টেস্ট ড্র হয়েছিল। লর্ডস টেস্টের ভাগ্যও কি তাই হবে?

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ড (অ্যান্টিগা, ১৯৯৪)

প্রথমে ব্যাট করে ৫৯৩ রান করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই ইনিংসেই ৩৭৫ রান করেছিলেন ব্রায়ান লারা। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডও ৫৯৩ রান করেছিল। শেষ পর্যন্ত ড্র হয়েছিল খেলা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া (অ্যান্টিগা, ২০০৩)

এই টেস্টে প্রথমে ব্যাট করে ২৪০ রান করেছিল অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজও ২৪০ রান করেছিল। চতুর্থ ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে লক্ষ্য ছিল ৪১৮ রান। টেস্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ইংল্যান্ড বনাম নিউ জিল্যান্ড (লিডস, ২০১৫)

শেষ বার এই টেস্টেই প্রথম দুই ইনিংসে রান টাই হয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করে ৩৫০ রান করেছিল নিউ জিল্যান্ড। জবাবে ইংল্যান্ডও প্রথম ইনিংসে ৩৫০ রান করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৯ রানে হারতে হয়েছিল ইংল্যান্ডকে।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন শিয়নটেক

শেষ বার কবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে এমন একপেশে লড়াই হয়েছে তা রেকর্ডবুকে খুঁজতে গেলে মাথা চুলকোতে হবে। শনিবার মাত্র ৫৭ মিনিটের লড়াইয়ে ১৩ নম্বর আমেরিকার আমান্ডা আনিসিমোভাকে স্ট্রেট সেটে (৬-০, ৬-০) উড়িয়ে দিলেন অষ্টম বাছাই পোল্যান্ডের ইগা শিয়নটেক। শেষ বার ১৯১১ সালে উইম্বলডনে মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে ডরোথি ল্যাম্বার্ট চেম্বার্স ৬-০, ৬-০ হারিয়েছিলেন ডোরা বুথবিকে। ১১৪ বছর পর ঘাসের কোর্টে আবার সেই দৃশ দেখা গেল। অবশ্য আরও এক বার গর্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে এই ঘটনা ঘটেছে। ১৯৮৮ সালে স্টেফি গ্রাফ ৬-০, ৬-০ হারিয়েছিলেন নাতাশা জেরেভাকে। তবে সেটা ফরাসি ওপেনের ফাইনালে। শনিবার উইম্বলডন ফাইনালে একটা গেমও জিততে পারলেন না আনিসিমোভা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারতে হল তাঁকে। দর্শকেরাও এই ফাইনাল দেখে হতাশ। সেমিফাইনালে অঘটন না ঘটলে ফাইনালে শিয়নটেক বনাম সাবালেঙ্কার লড়াই হয়তো অনেক টান টান হত। তবে খুশি শিয়নটেক। প্রথম বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। কেরিয়ারে তাঁর ছ’নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন পোল্যান্ডের তারকা।

গত কয়েক বছরে মহিলাদের গ্র্যান্ড স্ল্যামের বেশির ভাগ ট্রফিই তিন তারকার মধ্যে ভাগ হয়েছে। শিয়নটেক ছাড়া তালিকায় রয়েছেন কোকো গফ ও এরিনা সাবালেঙ্কা। গফ এ বার প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন। বাকি ছিলেন সাবালেঙ্কা। তাঁকেও সেমিফাইনালে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন আনিসিমোভা। ফলে শিয়নটেকের সামনে লড়াই সহজ ছিল। ঠান্ডা মাথায় তা জিতে নিলেন তিনি। ২০২৪ সালে ফরাসি ওপেন জেতার পর চারটে গ্র্যান্ড স্ল্যামে নেমে জিততে পারেননি তিনি। পছন্দের ফরাসি ওপেনও (ছ’টা গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে তাঁর চারটেই লাল সুরকির কোর্টে) এ বার হতাশ করেছে। অবশেষে ঘাসের কোর্টে হাসি ফিরল তাঁর মুখে।

ক্রমতালিকায় ১৩ নম্বরে থাকলেও কেরিয়ারে এই প্রথম বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠেছিলেন আনিসিমোভা। সেমিফাইনালে যে ভাবে তিনি সাবালেঙ্কার পাওয়ার টেনিস সামলে জিতেছিলেন, তা নজর কেড়েছিল। ফাইনালেও তিনি অঘটন ঘটাতে পারেন কি না, সে দিকে নজর ছিল টেনিসপ্রেমীদের। পারলেন না আনিসিমোভা। হয়তো প্রথম বার ফাইনালের চাপ সামলাতে পারলেন না তিনি।

দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পাঠালেন মন্ত্রী সুশান্ত, আর্থিক সহায়তাও করেন তিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: দুর্ঘটনাগ্রস্ত এক ব্যক্তির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। উদয়পুরে যাওয়ার পথে রাস্তায় হঠাৎই দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয় এক ব্যক্তি। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে আহতকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। পাশাপাশি চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

জানা যায়, আজ বনদোয়ারে ৫১ শক্তি পিঠের ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে উদয়পুর পুলিশ লাইন এলাকায় অটো দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তায় যাওয়ার পথে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন মন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আহতদের চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সহায়তাও করেন। মন্ত্রীর এই মানবিক কাজের প্রশংসা করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

সরকারের বিভিন্ন কাজের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: আজ সাংগঠনিক কর্মসূচিতে যোগদান করতে ধর্মনগর সফরে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তিনি ধর্মনগরে গিয়ে দলীয় কার্যালয়ে কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্বদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় কিষাণ কংগ্রেসের উত্তর জেলা সাংগঠনিক সভা। সাংগঠনিক সভায় আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সেই সাংবাদিক সভায় সরকারের বিভিন্ন কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সাধারণ জনগণের উপর যেভাবে করের বোঝা বাড়াচ্ছেন তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

স্মার্টমিটারের নাম করে সাধারণ মানুষ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা চলছে। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার একদিকে স্মার্ট মিটার বসাতে ব্যস্ত, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দল বিজেপি সেই স্মার্ট মিটার বিরোধিতা করছে। দুই রাজ্যে দুই নীতি, একদলীয় দ্বিচারিতা পরিষ্কার বলে উল্লেখ করেন তিনি। সরকারের এ সকল জনস্বার্থ বিরোধী কাজকর্ম নিয়ে কংগ্রেস আগামীকাল থেকে আন্দোলন সংঘটিত করবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

ড্রাগস সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো খোয়াই পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: খোয়াই মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের আবারো সাফল্য পেল। ড্রাগস সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত কিছুদিন আগে পুলিশ মহা নির্দেশক অনুরাগ ধনকর খোয়াই জেলা সফর করেন। খোয়াই জেলার সমস্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি বলেছিলেন রাজ্যের মধ্যে খোয়াই জেলাতে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এই কাজের মধ্য দিয়ে আসছে সাফল্য।

খোয়াই পহড়মুড়া বাজারটিলা এলাকায় এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ড্রাগস উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছান দায়িত্বপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ।গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে খোয়াই থানার ওসি সুবীর মালাকারীর নির্দেশক্রমে পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে সে বাড়িতে তল্লাশি করে।

বন্ধের পথে হীরাছড়া চা বাগান অসহায় শ্রমিকদের সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ জুলাই: প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে হীরাছড়া চা বাগান। অসহায় অবস্থায় রয়েছেন শ্রমিকরা। শত বছর পুরানো এই বাগান চালু হওয়ার পর থেকে পাতা প্রক্রিয়াকরণ সহ নানা ধরনের মেশিনারি বসানো হয়েছিল। এই বাগানকে কেন্দ্র করে এলাকায় বসবাস শুরু করেন শ্রমিকরা। কোন কোন শ্রমিকের তিন পুরুষ ধরে এই বাগানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছিল।

বর্তমানে এই এই বাগানটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। মালিকবিহীন এই বাগান বর্তমানে কয়েকজন শ্রমিক ভোগ করে যাচ্ছে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণার কোন উদ্যোগ নেই, সরকারিভাবেও তেমন সহযোগিতা করা হচ্ছে না বলে বর্তমান এক শ্রমিক জানিয়েছেন। যার ফলে ওই বাগানের তিন পুরুষ ধরে বসবাস করে আসা শত শত শ্রমিক এখন অন্যত্রে চলে যাওয়ার চিন্তাধারা করছে বলে বেশ কয়েকজন মহিলা শ্রমিক জানিয়েছেন। যে কিছু গাছ রয়েছে সেটি রক্ষণা হচ্ছে না সামান্য পাতা পাওয়া যায় এতে কয়েক পরিবার চলতে পারে। সরকার এই বাগান রক্ষণাবেক্ষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে শত শত শ্রমিক কাজ পাবে, নতুন করে আবার আর্থিকভাবে তারা উন্নত হতে পারবে। তাই সরকার তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক দাবি স্থানীয়দের।

মুখ্যমন্ত্রীর জনজাতি উন্নয়ন মিশনের অধীনে হালকা মোটরযান চালনা প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে ২০ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: জনজাতি যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশন এর অধীনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য হালকা মোটরযান চালনা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, মোট ৩৯ জন যোগ্য তপশিলি জনজাতি প্রার্থীকে - যার মধ্যে ৩৮ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দপ্তরের অধীনস্থ ইনস্টিটিউট অফ ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ-এ অনুষ্ঠিত হবে।

যদিও প্রাথমিকভাবে ৪০ জন প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর আগ্রহী তপশিলি জনজাতি যুবকদের কাছ থেকে ৪৪টি আবেদনপত্র পেয়েছে। পরিবহণ কমিশনারের সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী, হালকা মোটরযান চালনা প্রশিক্ষণ আগামী ২০ থেকে ২৩ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো জনজাতি যুবক-যুবতীদের পেশাদার যানচালনার দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। এরফলে তাদের সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই জীবিকার সুযোগ তৈরি হবে।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে এবং ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা ও সাস্টেনেবল জীবিকার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে সমাপ্তি হলো দুদিন ব্যাপী গোমতী জেলাভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫-২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জুলাই: আজ উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে সমাপ্তি হলো দুদিন ব্যাপী গোমতী জেলাভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫-২৬।গতকাল থেকে মূল অনুষ্ঠানটি হয় উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে। গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের উদ্যোগে সমগ্র শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে' কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫-২৬' অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ ,পরিকল্পনা ,সমন্বয় ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী প্রণোজিৎ সিংহ রায় ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, কাকরাবন -শালগরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাস, মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শিক্ষা অধিকারী কল্যাণ ভদ্র এবং রাজ্যের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী তিথি দেববর্মনও মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫-২৬ এর আহ্বায়ক সুতপা সুর মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ।সমস্ত অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়।

কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চে গোমতী জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও- এর অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তরে যারা অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছে তাদেরকে সংবর্ধিত করা হয় ।গতকাল মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চে প্রধান বক্তা তথা রাজ্যের প্রথিতযশা রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী তিথি দেববর্মন কে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি উনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে খুব মূল্যবান আলোচনা রাখেন। আলোচনা করেন রাজ্যের অর্থ ,পরিকল্পনা, সমন্বয় দপ্তরের মন্ত্রী তথা আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি প্রনজিৎ সিংহ রায়।

দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন দিক দিয়ে কৃতিত্বের অধিকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। মঞ্চে খুব সুন্দর যোগা উপস্থাপন করেন শিলাছড়ি হজাছড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

ডঃ উদয়ন মজুমদার এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার দুজন সম্মানিত বিচারকমণ্ডলীকে গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসের পক্ষ থেকে এবং উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয় ।ডক্টর উদয়ন মজুমদারকে পুষ্পস্তবক ,উত্তরীয় এবং শুভেচ্ছা স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার দুজন বিচারক যথাক্রমে আগরতলা গার্লস ভোজজং স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা স্বপ্ন দাশগুপ্তা ও উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমনা মজুমদার মহোদয়াকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও শুভেচ্ছা স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসের ও এস ডি গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস। বিতর্ক প্রতিযোগিতার পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রথম উদয়পুরইংলিশমিডিয়াম স্কুলের তৃষা পাল ও ও রন্তিকা সাহা, দ্বিতীয় ও হয়েছে যথাক্রমে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম,প্রীতমা দত্ত চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, বিপক্ষে দ্বিতীয়ত উদয়পুর রমেশ স্কুলের প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী ।তৃতীয় পক্ষে দ্বিয়া দেবনাথ ভগ্নি নিবেদিতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয, বিপক্ষে তৃতীয় অঙ্কিতা দেবনাথ ,চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় ।কুইজ প্রতিযোগিতা প্রথম উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের হৃদিমা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় উদয়পুর রমেশ স্কুলের প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী। গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র দুদিন ব্যাপী কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫২৬ এর সমাপ্তি ঘোষনা করেন সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষা মনিদিপা মজুমদার।

কুড়িয়ে পাওয়া অর্থের মালিক না পেয়ে কচিকাঁচাদের মধ্যে খাবার বিতরনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: কুড়িয়ে পাওয়া অর্থের মালিক না পেয়ে কচিকাঁচাদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হল মোহনপুরের গোপালনগরে। সম্প্রতি মোহনপুর বিধানসভার গোপালনগর এলাকায় কিছু টাকা পাওয়া যায় রাস্তায়। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় যুবকরা সেই টাকার মালিক খুঁজে পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেন,এমনকি সংবাদ মাধ্যমেরও সাহায্য নেন কিন্তু এই টাকার মালিক পাওয়া যায়নি দীর্ঘ কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও।

পরবর্তী সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সচেতন মহলের সঙ্গে কথা বলে যুবকরা সিদ্ধান্ত নেন এই টাকা দিয়ে স্থানীয় শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানদের অর্থাৎ কচিকাঁচাদের মধ্যে কিছু খাবার সামগ্রী বিতরণ করবেন। সেই মোতাবেক স্থানীয় যুবক স্নেহাশীষ গোপ, সিমরান দত্ত সহ অন্যান্যরা রবিবার গোপালনগর এলাকার শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের সন্তানদের মধ্যে কিছু খাবার সামগ্রী বিতরণ করেন। যুবকদের এই উদ্যোগ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার মানসিকতাকে সাধুবাদ জানান সকলস্তরের জনগণ।

লোকালয় থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: ফের লোকালয় থেকে উদ্ধার এক বিরল প্রজাতির প্রাণী। রবিবার সকালে খোয়াই মহকুমার উত্তর দুর্গানগরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় একটি বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানর উদ্ধার হয়। জানা যায়, এদিন সকালে এলাকাবাসী একটি প্রাণীটিকে দেখতে পান। এর গতিবিধি দেখে এলাকাবাসী খোয়াই বন দপ্তরের কর্মীদের খবর দেন।

পরে বন দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লজ্জাবতী বানরটি উদ্ধার করেন। বন দপ্তরে কর্মীরা ঘটনাস্থলে পর্যবেক্ষণ শুরু করে। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানরটি উদ্ধার করে খোয়াই বনদপ্তরের কার্যালয়ে নিয়ে আসে। বন দপ্তরের হেফাজতে তার চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। পরে খোয়াই মহকুমা বনদপ্তরের আধিকাধিকার নির্দেশ অনুসারে এই বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানরটিকে গভীর জঙ্গলে ছাড়া হবে।

রাখাল মেমোরিয়াল নকআউটে ক্লাব কল্যাণ সমিতির অভিষেক, প্রকাশিত হল জার্সি

আগরতলা, ১৩ জুলাই : টি এফ এ পরিচালিত রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে গত ১১ই জুলাই। এবারে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে শহরের দক্ষিণাঞ্চলের ক্লাব কল্যাণ সমিতি। প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে রবিবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ক্লাবের জার্সি উন্মোচন করা হয়। জার্সি প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক; সঙ্গে ছিলেন ক্লাব সভাপতি সুশান্ত পাল, সম্পাদক শ্যামল দে, এবং ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরাও। আগামীকালই প্রতিযোগিতায় কল্যাণ সমিতির প্রথম ম্যাচ। প্রতিপক্ষ হিসেবে মাঠে নামছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। এই বছর শুধু রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট নয়, ক্লাব অংশ নিচ্ছে চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগ প্রতিযোগিতাতেও। জানা গেছে, নতুন ফুটবল দল গঠনের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে।

বাংলাদেশি চাকমা অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে রাজ্য চাকমা সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: ত্রিপুরায় বাংলাদেশি চাকমা অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি গাবুচ্ছে যোদার। ত্রিপুরায় অবৈধ বাংলাদেশি চাকমা অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ত্রিপুরার চাকমা রাজ্য গাবুচ্ছে যোদা।

সাংবাদিক সম্মেলনে তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যারা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে নাম পাল্টে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে। ত্রিপরা চাকমা গাবুচ্ছে যোদা সভাপতি রাজেশ চাকমা, দর্শন চাকমা,শরৎ চাকমা, সুমন চাকমা, দিপল চাকমা, কমল কুমার চাকমা অন্যান্য সহ সকল ত্রিপুরা চাকমা জাতি, সেই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লাড়াইয়ে নামবে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গাবুচ্ছে যোদার পক্ষ থেকে বাংলাদেশি চাকমাদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের লড়াই যদি করতেই হয়, তাহলে তা বাংলাদেশে গিয়ে করুক, ত্রিপুরার শান্তি ও পরিবেশ যেন নষ্ট না করে ।ত্রিপুরার রাজ্য রাজনীতি যখন অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ বন্ধের দাবিতে উত্তাল, ঠিক তখনই চাকমা সম্প্রদায়ের এই শীর্ষ সংস্থা বাংলাদেশি চাকমাদের বিরুদ্ধে সরব হল। গাবুচ্ছে যোদা জানিয়েছে, তাদের কড়া নজর রয়েছে ত্রিপুরায় কে কী করছে। এতদিন তারা চুপ থাকলেও, এখন আর চুপ থাকবে না। প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে হলেও ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করবে ত্রিপুরার চাকমারা ।এই হুঁশিয়ারি ত্রিপুরায় চলমান অনুপ্রবেশ সমস্যাকে নতুন মাত্রা দিল।

একদিকে যখন রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবিতে আন্দোলন করছে, তখন চাকমা সম্প্রদায়ের নিজস্ব নেতৃত্বই অবৈধ বাংলাদেশি চাকমা অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, অনুপ্রবেশের বিষয়টি শুধুমাত্র সীমান্ত সুরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটি রাজ্যের সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তিকেও প্রভাবিত করছে ।গাবুচ্ছে যোদার এই কড়া অবস্থান ভবিষ্যতে কী রূপ নেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে এটা পরিষ্কার যে, ত্রিপুরার মাটি থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদ করার দাবিতে ক্রমেই জোরদার হচ্ছে আন্দোলন, আর এবার তাতে শামিল হল স্বয়ং চাকমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর স্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি

দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আক্রান্ত বিজেপি কর্মী মফিজ মিয়ার স্ত্রীর। রাজনৈতিক সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত বিজেপি কর্মী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাঁশতলী এডিসি ভিলেজ কমিটির নলজলা এলাকায়।

রবিবার সকালে নিজ বাড়ির বিছানায় শয্যাশায়ী রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত বিজেপি দলের দুর্দিনের কর্মী মফিজ মিয়া। বিছানায় শয্যাশায়ী মফিজ মিয়া এবং তার স্ত্রী মিঠু বেগম সংবাদমাধ্যমে জানায় বিগত প্রায় তিন বছর পূর্বে ধনপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে জনজাতি মোর্চার সিপাহীজলা জেলা নেতৃত্ব কানু রাজ দেববর্মা বেশ কয়েকজন বিজেপি দলের কর্মীকে নিয়ে যায় ধনপুর। সেখানে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত হয় মফিজ মিয়া। তার আড়াই লক্ষ টাকা দামের বাইক আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তার মোবাইল ছিনতাই করে নেওয়া হয়। তার একটি হাত এবং পা ভেঙ্গে যায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে। প্রায় ১০ দিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর বাড়িতে ফিরে আসে মফিজ মিয়া। বর্তমানে প্রায় তিন বছর যাবৎ সে বিছানায় শয্যাশায়ী। কোন কাজকর্ম করতে পারেন না। ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারেনা সে। তার স্ত্রী মিঠু বেগম কাজকর্ম করে স্বামীর চিকিৎসা করার পাশাপাশি সংসারের ব্যয়ভার বহন করে। যেই সময় ঘটনা ঘটেছিল তখন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি ছিলেন রাজকুমার দেবনাথ। বহুবার মফিজ মিয়া এবং তার পরিবার রাজকুমার দেবনাথের কাছে গিয়েছে সাহায্য সহযোগিতার জন্য। কিন্তু কোন ধরনের সাহায্য এবং সহযোগিতা দেওয়া হয়নি মফিজ মিয়াকে বলে অভিযোগ।

বিগত প্রায় ছয় মাস পূর্বে পরিবর্তন হয়েছে চড়িলামের মন্ডল সভাপতি। নতুন মন্ডল সভাপতি তাপস দাস ও মফিজ মিয়াকে বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাকে কিছু একটা দেবেন। পরিতাপের বিষয় হল রাজকুমার থেকে শুরু করে তাপস কেউ কোনরকম সাহায্য এবং সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ করেছেন মফিজ মিয়া। যার ফলে রবিবার দিন বিকেলে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দুর্দিনের বিজেপি কর্মী মফিজ মিয়া এবং তার স্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। মফিজ মিয়ার স্ত্রী মিঠু বেগম আরো জানায় সারারাত ঘুমোতে পারেনা তার স্বামী। এখনো তার সারা শরীরে ব্যথা। ব্যথার জন্য সারারাত চিৎকার চেঁচামেচি করে। ভালোভাবে তারাও চিকিৎসাও করতে পারছেন না টাকার জন্য। মিঠু বেগম চোখের জল ফেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন।

চিত্তরঞ্জন মসজিদ রোডস্থিত পশ্চিমপাড়া এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৩ জুলাই: আজ চিত্তরঞ্জন মসজিদ রোড স্থিত পশ্চিমপাড়া এলাকা পরিদর্শন করেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এলাকাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন তিনি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, চিত্তরঞ্জন মসজিদ রোড স্থিত পশ্চিমপাড়া এলাকার জনগণ জানিয়েছেন তাদের কিছু সমস্যা রয়েছে এলাকায়।

এগুলি সমাধান হলে তারা খুব উপকৃত হবেন। তাই এদিন তিনি এলাকা পরিদর্শন করেছেন। গোটা এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন তিনি স্থানীয়দের সাথে নিয়ে।

তিনি জানান, এলাকায় ছোটখাটো কিছু সমস্যা রয়েছে, সেগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন তিনি। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ গ্রহন করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas